RNI No. 71057/96

হরিমাধব মুখোপাধ্যায় স্মরণে উত্তালের ‘খারিজ’

পৃষ্ঠা-৫

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

বর্ষ: ৩০, সংখ্যা: ০৩ , কোচবিহার, শুক্রবার, ০৬ ফেব্রুয়ারি-১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১২ Vol: 30, Issue: 03, Cooch Behar, Friday, 06 February-19 February, 2026, Pages: 12, Rs. 3

কঠোর নিরাপত্তায় শুরু মাধ্যমিক পরীক্ষা

কোচবিহারে বেড়েছে ১০ হাজার পরীক্ষার্থী, কড়া নজরদারি পর্ষদের

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: কড়া নিরাপত্তা ও আঁটসাঁট নজরদারির মধ্য দিয়ে কোচবিহার জেলাজুড়ে শুরু হলো ২০২৬ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষা। সোমবার, ২ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হওয়া এই পরীক্ষা চলবে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সূত্রে খবর, গত বছরের তুলনায় এবার জেলায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ বছর কোচবিহার থেকে মোট ৪৬,১৫২ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় বসছে, যা গতবারের চেয়ে প্রায় দশ হাজার বেশি। মোট পরীক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা ২৪,৭৯৫ এবং ছাত্র ২১,৩৫৭ জন। নিয়মিত পরীক্ষার্থীদের মধ্যেও ছাত্রীদের সংখ্যা ২০,১৩৩, যা ছাত্রসংখ্যা ১৮,৫৫৮-এর তুলনায় বেশি।

জেলায় সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা পরিচালনার জন্য মোট ১১৭টি কেন্দ্র নির্দিষ্ট করা হয়েছে। প্রতিটি পরীক্ষা কেন্দ্রের প্রবেশপথ, যাতায়াতের রাস্তা এবং প্রশ্নপত্র রাখার ‘স্ট্রংরুমে’ সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। পরীক্ষার স্বচ্ছতা বজায় রাখতে পর্ষদের পক্ষ থেকে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, কোনও পরীক্ষার্থীর কাছে মোবাইল ফোন বা অন্য কোনও ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম পাওয়া গেলে তার পুরো পরীক্ষা বাতিল করা হবে। প্রতিটি ঘরে অন্তত দুজন করে পরিদর্শক বা ইনভিজিলেটর মোতায়েন থাকছেন। পরীক্ষার্থীদের সকাল ১০টার মধ্যে কেন্দ্রে প্রবেশ করতে হচ্ছে এবং বেলা ১০টা ৪৫ মিনিট থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত পরীক্ষা চলছে।

মধ্যশিক্ষা পর্ষদের জেলা আহ্বায়ক জয়ন্ত কুমার পাল জানিয়েছেন, প্রশ্নপত্র ফাঁস রুখতে এবার প্রতিটি প্রশ্নপত্রে বিশেষ ‘সিক্রেট কোড’ ব্যবহার করা হয়েছে। ফলে কোনওভাবে প্রশ্নপত্রের ছবি বাইরে এলে তা দ্রুত শনাক্ত করা সম্ভব হবে। এছাড়া পরীক্ষার্থীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে প্রতিটি কেন্দ্রে পর্যাপ্ত পানীয় জলের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যার ফলে আলাদা করে বোতল বহনের প্রয়োজন পড়বে না।

পর্ষদ জানিয়েছে, কোচবিহার জেলায় কোনও ‘স্পর্শকাতর’ কেন্দ্র নেই, তবুও স্বচ্ছতা ও নিরাপত্তার স্বার্থে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের দপ্তর থেকে সব সময়ের জন্য নজরদারি চালানো হচ্ছে।

প্রথম দিনেই পরীক্ষা শুরুর মুখে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ

নিজস্ব প্রতিবেদন

তুফানগঞ্জ: মাধ্যমিক পরীক্ষার ঠিক ৫ মিনিট আগে কান ফাটানো শব্দে কেঁপে উঠল তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের নাককাটি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়। মুহূর্তের মধ্যে আনন্দ আর উত্তেজনার পরিবেশ বদলে গেল প্রবল আতঙ্কে। সোমবার, ২ ফেব্রুয়ারি পরীক্ষা শুরুর ঠিক আগে স্কুলের ক্যান্টিনে চা তৈরির সময় একটি ছোট গ্যাস সিলিন্ডারে আগুন ধরে গিয়ে এই ভয়াবহ বিপত্তি ঘটে। তবে পুলিশকর্মীদের অসীম সাহসিকতা এবং উপস্থিত বুদ্ধির জেরে এক ভয়াবহ প্রাণহানি ও বড়সড় দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে। মুহূর্তের মধ্যে ভাইরালও হয়ে যায় সেই ভিডিও।

এদিন ওই কেন্দ্রে বালাভূত হাইস্কুল, বালাভূত বিদ্যাসাগর বিদ্যাপীঠ এবং কৃষ্ণপুর স্কুলের মোট ২০২ জন পরীক্ষার্থীর সিট পড়েছিল। শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতিতে যখন পড়ুয়ারা মগ্ন, তখনই ক্যান্টিনে আগুন লাগার খবর ছড়িয়ে পড়ে। নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা পুলিশকর্মীরা দেখেন সিলিন্ডারের রেগুলেটর থেকে আগুনের শিখা বেরোচ্ছে। বড় বিপর্যয় রুখতে এএসআই অজয় বাসফোর ও সিভিক ভলান্টিয়ার রাজিবুল হক সাহসিকতার সঙ্গে জ্বলন্ত সিলিন্ডারটি টেনে নিয়ে স্কুলের মূল ভবনের বাইরে ফাঁকা মাঠে ফেলে দেন। দমকল আসার আগেই মাঠের মাঝখানে বিকট শব্দে সিলিন্ডারটি ফেটে যায়। বিস্ফোরণের তীব্রতায় পরীক্ষার্থীরা আতঙ্কিত হয়ে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসে।খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান তুফানগঞ্জের মহকুমা শাসক কিংশুক মাইতি এবং এসডিপিও কান্নেধারা মনোজ কুমার। তাঁরা পরীক্ষার্থীদের আশ্বস্ত করে পুনরায় পরীক্ষাকক্ষে ফিরিয়ে আনেন। সাময়িক বিঘ্ন ঘটলেও পরে শান্তভাবেই পরীক্ষা সম্পন্ন হয়। নিজের জীবন বাজি রেখে স্কুল ভবনকে রক্ষা করায় এএসআই অজয় বাসফোর ও সিভিক ভলান্টিয়ার রাজিবুল হককে প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিশেষ সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে।

বিপর্যয় এড়ানো গেলেও পরীক্ষার মতো সংবেদনশীল সময়ে স্কুলের ভেতর চা তৈরির প্রয়োজনীয়তা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন অভিভাবকরা। প্রদীপ দাস, গীতা রায়দের মতো অভিভাবকদের প্রশ্ন, কর্তৃপক্ষের সচেতনতার অভাব কেন থাকবে? যদিও ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক দুলাল বসাক জানান, পড়ুয়া ও শিক্ষকদের প্রয়োজনে গরম জলের ব্যবস্থা করতেই ওই সিলিন্ডার রাখা হয়েছিল। বড় কোনো ক্ষয়ক্ষতি না হলেও এই ঘটনা নিরাপত্তা ব্যবস্থার ফাঁকফোকরগুলি নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে।

নিষেধাজ্ঞা না মেনে শাল বাগানে শিবিরের রান্নার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: কোচবিহারের শাল বাগানে সরকারি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে সিভিল ডিফেন্সের প্রশিক্ষণ শিবিরে রান্নার আয়োজন ঘিরে তীব্র বিতর্ক তৈরি হয়েছে। ২০২১ সাল থেকে বন দপ্তর এই চত্বরে রান্না ও পিকনিক নিষিদ্ধ করলেও, রবিবার সিভিল ডিফেন্সের ‘নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ক্যাম্পে’ নিয়ম ভেঙে খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছেন পরিবেশপ্রেমীরা। তাঁদের দাবি, সরকারি দপ্তরই নিয়ম ভাঙলে সাধারণ মানুষের কাছে ভুল বার্তা যাবে। যদিও সিভিল ডিফেন্সের সাফাই, রান্না মূল বাগানে নয়, পাশের উদ্যানে হয়েছে। তবে বন দপ্তর স্পষ্ট জানিয়েছে, সেখানেও রান্নার অনুমতি নেই। স্থানীয়দের অভিযোগ, সাধারণ মানুষের জন্য পিকনিক নিষিদ্ধ হলেও প্রশাসনের ক্ষেত্রে কেন নিয়ম শিথিল হবে? বন দপ্তরের ডিএফও অসিতাভ চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, উদ্যান চত্বরেও রান্নার অনুমতি নেই এবং বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে। সরকারি দপ্তরের এমন আচরণে প্রশাসনের স্বচ্ছতা ও পরিবেশ রক্ষার সদিচ্ছা নিয়ে সাধারণ মহলে ক্ষোভ ও প্রশ্ন দানা বেঁধেছে।

রাজ্য সরকারকে অবিলম্বে ২৫% বকেয়া ডিএ মেটানোর আদেশ সুপ্রিম কোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন

কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দীর্ঘদিনের বকেয়া মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) মামলায় মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্ট রাজ্যের প্রায় ২০ লক্ষ সরকারি কর্মচারী ও পেনশনভোগীদের জন্য এক স্বস্তিদায়ক এবং বড়সড় নির্দেশ দিয়েছে। বিচারপতি সঞ্জয় করোল ও বিচারপতি প্রশান্ত কুমার মিশ্রের ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে যে, ২০০৮ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত ডিএ-র বকেয়া মিটিয়ে দেওয়া কর্মীদের আইনত অধিকার, এটি কোনো দয়া বা অনুদান নয়। রাজ্য সরকারকে তাদের পূর্ববর্তী অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশ পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিয়ে আদালত জানিয়েছে, আগামী ৬ মার্চের মধ্যে মোট বকেয়া অর্থের অন্তত ২৫ শতাংশ অবশ্যই কর্মীদের অ্যাকাউন্টে পৌঁছে দিতে হবে।

আদালতের নির্দেশে এই পেমেন্ট প্রক্রিয়াটি সুচারুভাবে সম্পন্ন করার জন্য শীর্ষ আদালতের প্রাক্তন বিচারপতি ইন্দু মালহোত্রার নেতৃত্বে একটি উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটি বকেয়া অর্থের নিখুঁত হিসাব কষা এবং রাজ্যের আর্থিক অবস্থার ভারসাম্য বজায় রেখে একটি বাস্তবসম্মত পেমেন্ট শিডিউল তৈরি করবে, যা ৬ মার্চের মধ্যেই চূড়ান্ত করতে হবে। প্রসঙ্গত, এর আগে কলকাতা হাইকোর্ট বকেয়া ডিএ-র ৫০ শতাংশ মেটানোর পরামর্শ দিলেও রাজ্য সরকারের আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি সওয়াল করেন যে, একসঙ্গে এত বড় অঙ্কের টাকা মেটালে রাজ্যের কোষাগার ভেঙে পড়তে পারে। সেই আর্থিক সীমাবদ্ধতার কথা মাথায় রেখেই আদালত আপতত ২৫ শতাংশ মেটানোর নির্দেশ বহাল রেখেছে।

বর্তমানে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ডিএ-র ব্যবধান আকাশছোঁয়া। কেন্দ্রীয় কর্মীরা যেখানে ৫৫ শতাংশ ডিএ পাচ্ছেন, সেখানে রাজ্য সরকারের চার শতাংশ বৃদ্ধির পর বর্তমান হার দাঁড়িয়েছে ১৮ শতাংশে। ২০২২ সালে কলকাতা হাইকোর্ট রায় দিয়েছিল যে ‘রোপা ২০০৯’ নিয়ম অনুযায়ী ডিএ কর্মীদের মৌলিক অধিকার। রাজ্য সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে গেলে ১৮ বার শুনানির পর এই গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ এল।

৩১ মার্চের মধ্যে পরবর্তী কিস্তি এবং ১৫ এপ্রিলের মধ্যে কমপ্লায়েন্স রিপোর্ট জমার নির্দেশ দিয়ে আদালত বুঝিয়ে দিয়েছে যে, সরকারি কর্মীদের দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটানোই এখন অগ্রাধিকার।

১২ ফেব্রুয়ারি থেকে ফের চালু কোচবিহার-কলকাতা বিমান

মেয়াদ বাড়লো আগামী ১৮ মে পর্যন্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: দীর্ঘ টালবাহানার পর কোচবিহার-কলকাতা রুটে পুনরায় বিমান পরিষেবা চালু করার সিদ্ধান্ত নিল সংশ্লিষ্ট বিমান সংস্থা। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি থেকে এই পরিষেবা পুনরায় শুরু হবে বলে বিমানবন্দর সূত্রের খবর। তবে আপাতত প্রতিদিন নয়, সপ্তাহে মাত্র একদিন অর্থাৎ প্রতি বৃহস্পতিবার এই বিমান যাতায়াত করবে। মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত এই সূচি বজায় থাকবে বলে জানা গিয়েছে।

বিগত কয়েক মাস ধরে কোনো আগাম নোটিশ ছাড়াই অনিয়মিতভাবে বিমান চলাচল বন্ধ রাখায় ক্ষুব্ধ ছিলেন জেলাবাসী। ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ৯ আসনের বিমান দিয়ে এই যাত্রা শুরু হলেও গত ৩১ জানুয়ারি চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়েছিল। যদিও কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে এই মেয়াদ আগামী ১৮ মে পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। বিমান সংস্থাটির একটি বিমান ওড়িশায় দুর্ঘটনার কবলে পড়ায় এই আসন সংকট তৈরি হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। সংস্থাটি জানিয়েছে, মার্চের মধ্যে নতুন বিমান হাতে এলে পুনরায় প্রতিদিন পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হতে পারে।

এদিকে সপ্তাহে মাত্র একদিন বিমান চালানোর সিদ্ধান্তে খুশি নন জেলার ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষ। বার অ্যাসোসিয়েশন ও মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্সের মতো বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয়েছে যে, কোচবিহারে বিমাণের টিকিটের যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। তাই সপ্তাহে একদিন নয়, বরং প্রতিদিন এবং বেশি আসনবিশিষ্ট বড় বিমান চালানো হোক। কোচবিহারের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে এই পরিষেবা নিয়মিত করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী ও অসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রীর কাছেও দরবার করা হয়েছে।

বাজেট ২০২৬: পশ্চিমবঙ্গের ঝুলিতে ঠিক কতটা ?

উত্তরের প্রাপ্তি শিলিগুড়ি-বারাণসী হাই-স্পিড রেল

নিজস্ব প্রতিবেদন

শিলিগুড়ি: উত্তরবঙ্গ মানে কি কেবলই নীল আকাশ, কাঞ্চনজঙ্ঘা আর চা বাগানের সবুজে মোড়া এক নিছক প্রমোদভ্রমণের জায়গা? ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের কেন্দ্রীয় বাজেট এবং তার ঠিক আগের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করলে এই প্রশ্নটিই আজ সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। শিলিগুড়ির মাটি থেকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা যখন অসমের ধাঁচে চা শ্রমিকদের জমির অধিকার এবং উত্তরবঙ্গের সামগ্রিক উন্নয়নের আশ্বাস দিয়েছিলেন, তখন পাহাড় থেকে সমতলের মানুষের প্রত্যাশার পারদ চড়েছিল অনেক উঁচুতে। কিন্তু সেই আশ্বাসের ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই পেশ হওয়া বাজেট বক্তৃতায় যখন উত্তরবঙ্গের প্রাণভোমরা 'চা শিল্প' নিয়ে একটি শব্দও খরচ করা হলো না, তখন প্রাপ্তি ও প্রত্যাশার সমীকরণ যে ওলটপালট হয়ে গেছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

বাজেটে উত্তরবঙ্গের জন্য সবচেয়ে বড় ঘোষণা হিসেবে উঠে এসেছে শিলিগুড়ি-বারাণসী হাই-স্পিড রেল করিডোর। নিঃসন্দেহে এটি একটি বড় পরিকাঠামো প্রকল্প, যা দিল্লির সঙ্গে যোগাযোগের সময় কমিয়ে আনবে এবং পর্যটন ব্যবসায়ীদের একাংশকে খুশি করবে। কিন্তু এই মেগা প্রকল্পের আড়ালে উত্তরবঙ্গের দীর্ঘদিনের মৌলিক সমস্যাগুলো ব্রাত্যই রয়ে গেল। উত্তরবঙ্গের মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল রায়গঞ্জে একটি এইমস প্রতিষ্ঠা এবং শিলিগুড়ি থেকে আলুয়াবাড়ি পর্যন্ত চক্ররেল চালু করা, যা স্থানীয় অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে পারত। অথচ বাজেটে এই নিয়ে কোনও সদর্থক দিশা মেলেনি। বণিক মহল থেকে শুরু করে সাধারণ মধ্যবিত্ত—সবারই একই আক্ষেপ যে, হাই-স্পিড ট্রেনের চাকায় চড়ে দূরপাল্লার যাত্রী হয়তো আসবে, কিন্তু স্থানীয় কর্মসংস্থান বা জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ কোথায়?

সবচেয়ে বড় হতাশা তৈরি হয়েছে পর্যটন ও চা শিল্পকে ঘিরে। সরকারের 'পূর্বোদয়' পরিকল্পনায় উত্তরাখণ্ড, গোয়া বা জম্মু-কাশ্মীরের পর্যটন নিয়ে যতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, দার্জিলিং বা ডুয়ার্স সেখানে কার্যত ব্রাত্য। ট্র্যাকিং বা হাইকিংয়ের মতো রোমাঞ্চকর পর্যটনের জন্য যে বিশেষ বরাদ্দের কথা বলা হয়েছে, তাতে পশ্চিমবঙ্গের নাম না থাকাটা বঞ্চনার অভিযোগকেই আরও জোরালো করেছে। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একে 'নির্বাচনী গিমিক' বলে দাগিয়ে দেওয়া হয়েছে, আর বামেদের মতে বিজেপির সাংসদ ও বিধায়কদের উজাড় করে দিলেও উত্তরবঙ্গের মূল সমস্যার প্রতিফলন বাজেটে নেই।

বিজেপি নেতারা একে 'ঐতিহাসিক' বললেও চা শিল্পের সংকট এবং শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা নিয়ে বাজেটের নীরবতা সাধারণ মানুষের মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল করছে যে, শাসনের কেন্দ্রবিন্দুতে উত্তরবঙ্গ আজও কেবল এক লজিস্টিক হাব বা পর্যটন কেন্দ্র হিসেবেই রয়ে গেছে, পূর্ণাঙ্গ অর্থনৈতিক শক্তির রূপ পায়নি।

বাংলায় হাইলাইট যোগাযোগ ব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিবেদন

শিলিগুড়ি: রবিবার সংসদে ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করেছেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে এবারের বাজেটে পশ্চিমবঙ্গ তথা পূর্ব ভারতের জন্য একগুচ্ছ পরিকাঠামো ও সংযোগকারী প্রকল্পের ঘোষণা করা হয়েছে। এই বাজেটকে 'যুব শক্তি' এবং 'পূর্বোদয়' পরিকল্পনার ওপর ভিত্তি করে সাজানো হয়েছে, যেখানে রাজ্যের শিল্প ও লজিস্টিক খাতের খোলস বদলে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

বাজেটে পশ্চিমবঙ্গের জন্য সবচেয়ে বড় ঘোষণা হলো ডানকুনি থেকে গুজরাটের সুরাট পর্যন্ত একটি নতুন ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডোর। ২০৫২ কিলোমিটার দীর্ঘ এই পণ্যবাহী রেল করিডোরটি পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র এবং গুজরাট, এই ছয়টি রাজ্যকে যুক্ত করবে। এর ফলে পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের মধ্যে পণ্য পরিবহণ যেমন দ্রুত হবে, তেমনি কমবে লজিস্টিক খরচও। পাশাপাশি, ইস্ট কোস্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডোর তৈরির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, যার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র বা 'নোড' হিসেবে গড়ে তোলা হবে শিল্পশহর দুর্গাপুরকে। এই দুটি প্রকল্প রাজ্যের শিল্পায়নে নতুন জোয়ার আনবে বলে আশা করা হচ্ছে

যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে উত্তরবঙ্গের জন্য বড় খবর হলো বারাণসী-শিলিগুড়ি হাই-স্পিড রেল করিডোর। এটি সাতটি নতুন উচ্চগতির রেল করিডোরের মধ্যে একটি, যা পর্যটন এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। এছাড়া 'পূর্বোদয়' প্রকল্পের আওতায় পশ্চিমবঙ্গে একটি নতুন বিশ্বমানের পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে এবং ৪,০০০ নতুন ই-বাসের ব্যবস্থা করা হবে। কলকাতা মেট্রোর জন্যেও বরাদ্দ রাখা হয়েছে, যার মধ্যে জোকা-এসপ্ল্যানেড পার্পল লাইনের জন্য ৯০৬ কোটি টাকা এবং অরেঞ্জ লাইনের জন্য ৭০৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

সামাজিক এবং কারিগরি উন্নয়নের ক্ষেত্রে অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন যে, রাজ্যের প্রতিটি জেলায় উচ্চশিক্ষারত ছাত্রীদের জন্য একটি করে হোস্টেল বানানো হবে। কৃষকদের সহায়তায় 'ভারত-বিস্তার' নামে বহুভাষিক এআই টুল আনা হচ্ছে যা বাংলা ভাষাতেও পরিষেবা দেবে। রাজ্য সরকার এই বাজেটকে 'বাংলা-বঞ্চনা' হিসেবে অভিহিত করলেও পরিকাঠামো খাতে ডানকুনির লজিস্টিক হাব বা দুর্গাপুরের শিল্প করিডোর দীর্ঘমেয়াদে রাজ্যের অর্থনীতিকে কতটা অক্সিজেন দেয়, এখন সেটাই দেখার।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নারী সুরক্ষায় 'শি-বক্স'

কেন্দ্রের উদ্যোগে সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট ইলেকট্রনিক বক্স

নিজস্ব প্রতিবেদন

কলকাতা: কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে এবার নজিরবিহীন পদক্ষেপ করল রাজ্য শিক্ষা দপ্তর। আরজি কর, কসবা বা দুর্গাপুরের মতো সাম্প্রতিক ঘটনাগুলি থেকে শিক্ষা নিয়ে রাজ্যের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 'শি-বক্স' (সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট ইলেকট্রনিক বক্স) পোর্টাল নিয়ে ব্যাপক প্রচার ও সচেতনতা তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই পোর্টালের মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে যৌন হেনস্থার শিকার হওয়া যে কোনো মহিলা অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে সরাসরি অনলাইনে অভিযোগ জানাতে পারবেন। জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক থেকে শুরু করে প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যানদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন প্রতিটি স্কুল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই পোর্টাল সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয় এবং পোস্টার বা নোটিশের মাধ্যমে অভিযোগ জানানোর পদ্ধতি প্রদর্শিত থাকে।

এই নির্দেশিকার একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে 'ইন্টারনাল কমপ্লেন্টস কমিটি' বা আইসিসি-র ভূমিকা। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই কমিটি থাকা বাধ্যতামূলক এবং যেখানে কমিটি নেই বা নিষ্ক্রিয়, সেখানে দ্রুত তা পুনর্গঠন করার কড়া বার্তা দিয়েছে দপ্তর। কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রকের গাইডলাইন মেনে রাজ্য প্রশাসন এখন 'শি-বক্স'-এর পাশাপাশি ওয়ান স্টপ সেন্টার, সখি নিবাস ও মহিলা হেল্পলাইন নম্বরগুলি নিয়েও প্রচার চালাচ্ছে। প্রতিটি জেলা স্তরের বৈঠকে এবং সচেতনতা শিবিরে এই বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা করতে বলা হয়েছে এবং কী কী পদক্ষেপ নেওয়া হলো, তার বিস্তারিত রিপোর্টও তলব করেছে শিক্ষা দপ্তর। মূল লক্ষ্য হলো, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে মহিলাদের জন্য একটি নিরাপদ, সম্মানজনক ও নির্ভীক কর্মস্থল হিসেবে গড়ে তোলা।

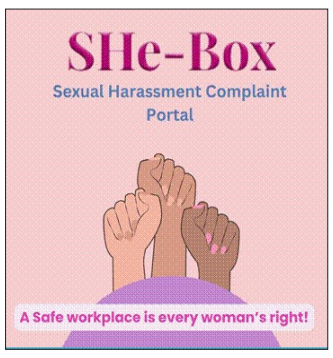

লক্ষ্য পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া, তাই বিয়ে রুখে ঘর ছাড়া কিশোরী

কাউন্সেলিংয়ের উদ্যোগ চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির

নিজস্ব প্রতিবেদন

শামুকতলা: সম্প্রতি শামুকতলার এক সাহসী কিশোরী পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে রুখে দাঁড়াল বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে। পাত্র দেখা এবং বিয়ের তোড়জোড় শুরু হওয়ায় মাধ্যমিক পরীক্ষার ঠিক আগের দিন বাড়ি থেকে পালিয়ে যায় ১৬ বছর বয়সী ওই পরীক্ষার্থী।

মেয়ের নিখোঁজ সংবাদ পেয়ে দিশেহারা বাবা-মা শামুকতলা রোড পুলিশ ফাঁড়িতে অভিযোগ জানালে, পুলিশি তৎপরতায় দু'দিনের মধ্যেই তাকে এক আত্মীয়র বাড়ি থেকে উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারের পর কিশোরীটি স্পষ্ট জানিয়ে দেয় যে, তাকে এখন বিয়ে না দিয়ে পড়াশোনার সুযোগ করে দিলেই সে বাড়ি ফিরবে। পুলিশ ও চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির মধ্যস্থতায় এবং শামুকতলা রোড ফাঁড়ির ওসি সঞ্জীব মোদকের আশ্বাসে শেষ পর্যন্ত তার অভিভাবকরা মেয়েকে এখনই বিয়ে না দেওয়ার সিদ্ধান্তে রাজি হন।

মেয়ের মা জানান, এলাকায় নাবালিকাদের পালিয়ে গিয়ে বিয়ের ঘটনা বাড়তে থাকায় এবং মেয়ের প্রতি সন্দেহের বশবর্তী হয়েই তাঁরা তড়িঘড়ি বিয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তবে বর্তমানে মেয়ের ইচ্ছাকে গুরুত্ব দিয়ে তাকে পড়াশোনা করানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তাঁরা।

বাড়ি ছাড়ার কারণে এ বছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসা সম্ভব না হলেও, আগামী বছর যাতে সে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে পরীক্ষায় বসতে পারে, সেজন্য তার কাউন্সেলিংয়ের উদ্যোগ নিয়েছে জেলা চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি ও পুলিশ। বর্তমানে মেয়েটির শারীরিক পরীক্ষার জন্য তাকে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এক কিশোরীর এই দৃঢ় মানসিকতার প্রশংসা করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

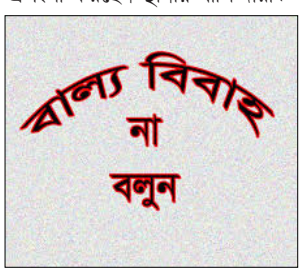

ভোটার তালিকা নিয়ে কমিশনের বিরুদ্ধে সওয়াল খোদ মমতার

সাধারণ নাগরিক হিসেবে সুপ্রিম কোর্টে জবাব চাইলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন

কলকাতা: ভারতের বিচারবিভাগীয় ইতিহাসে এক নজিরবিহীন মুহূর্তের সাক্ষী থাকল সুপ্রিম কোর্ট। ৪ ফেব্রুয়ারি, বুধবার পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকা সংশোধনে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগে নিজের দায়ের করা মামলায় নিজেই সওয়াল করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

তৃণমূল নেত্রী হিসেবে নয়, বরং সাধারণ নাগরিক হিসেবে আদালতের অনুমতি নিয়ে তিনি নির্বাচন কমিশনকে তীব্র আক্রমণ করেন। তাঁর অভিযোগ, প্রায় ৭০ লক্ষ ভোটারের নামে সামান্য বানান ভুল বা পদবির বৈচিত্র্যকে অজুহাত করে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার চক্রান্ত চলছে। এমনকি বিয়ের পর মহিলাদের পদবি পরিবর্তনকেও 'মিসম্যাচ' হিসেবে দেখানো হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী প্রশ্ন তোলেন, বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই তাড়াহুড়ো কেন এবং কমিশনের অমানবিক চাপে মৃত ১৫০-এরও বেশি মানুষের দায় কার?

প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের ডিভিশন বেঞ্চ এই বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে জানান, কোনো নির্দোষ নাগরিককে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হতে দেওয়া হবে না। প্রধান বিচারপতি ইঙ্গিত দেন যে, বাংলায় হয়তো আর মাইক্রো অবজার্ভারের প্রয়োজন হবে না এবং প্রয়োজনে ভোটার তালিকা সংশোধনের সময়সীমা বাড়ানো হতে পারে। কমিশন ও রাজ্য সরকারকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ও আধিকারিকদের তালিকা জমার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী সোমবার, ৯ ফেব্রুয়ারি। রাজনৈতিক মহলে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাপানউতোর শুরু হয়েছে, যেখানে বিজেপি একে 'অনুপ্রবেশকারীদের বাঁচানোর চেষ্টা' বলে কটাক্ষ করেছে।

বিধ্বংসী আগুনে ছাই পোশাক কারখানা

নিজস্ব প্রতিবেদন

দিনহাটা: বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হয়ে গেল একটি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি। ঘটনাকে ঘিরে দিনহাটা ২ নম্বর ব্লকের বামনহাট ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের দুর্গানগর এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত ৩০ জানুয়ারি শুক্রবার ওই গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির মালিক মমিনুর মিয়া রাতের খাবারের জন্য বাড়িতে গিয়েছিলেন। সেই সময় হঠাৎই কারখানা থেকে ধোঁয়া ও আগুন দেখতে পান স্থানীয়রা। মুহূর্তের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়ে আগুন। স্থানীয়দের চিৎকারে ছুটে আসেন মালিক। ততক্ষণে কারখানার ঘরে দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে।

ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ ও দমকল বাহিনীর একটি ইঞ্জিন। দীর্ঘ সময় ধরে আগুন নেভানোর চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হলেও কারখানার ভেতরে থাকা সমস্ত যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ও প্রস্তুত পোশাক সম্পূর্ণভাবে পুড়ে যায়। কার্যত কিছুই আর উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। কয়েক লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে এবং নিজের জমানো সঞ্চয় ব্যয় করে এই গার্মেন্টস কারখানা গড়ে তুলেছিলেন মমিনুর মিয়া। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় কার্যত দিশেহারা তিনি।

স্থানীয়দের অভিযোগ, এলাকায় স্থায়ী দমকল কেন্দ্র থাকলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেকটাই কমানো যেত। একই দাবি করেন এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য বিশ্বজিৎ দাস। তাঁর বক্তব্য, এই অঞ্চলে দমকল কেন্দ্র স্থাপন অত্যন্ত জরুরি এবং প্রশাসন বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করবে বলেই তিনি আশাবাদী। এদিকে অগ্নিকাণ্ডের প্রকৃত কারণ জানতে তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

সীমান্ত এলাকায় আটক চার বাংলাদেশি

নিজস্ব প্রতিবেদন

দিনহাটা: সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে পালানোর চেষ্টা করার সময় বিএসএফের হাতে আটক এক শিশুসহ চার বাংলাদেশি মহিলা। গত ৩০ জানুয়ারি শুক্রবার তাঁদের দিনহাটা মহকুমা আদালতে পেশ করা হয় বলে জানিয়েছেন আইনজীবী মৃগাঙ্ক সেনগুপ্ত।

বিএসএফ সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সীমান্ত এলাকায় ছয়জনকে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখে তাদের আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে বিএসএফ। জিজ্ঞাসাবাদের মধ্যেই দু'জন পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও বাকি চারজনকে আটক করে বিএসএফ। পরে তাঁদের সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

শুক্রবার সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশ আটক চারজনের মধ্যে তিনজনকে দিনহাটা মহকুমা আদালতে পেশ করে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় দু'বছর আগে তাঁরা ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের অন্য একটি পথ দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করে ভিন রাজ্যে কর্মরত ছিলেন। বর্তমান এসআইআর পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে তাঁরা বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন বলেই পুলিশের প্রাথমিক অনুমান। এই ঘটনায় ফের একবার সীমান্ত পেরিয়ে ওপারে ফিরে যাওয়ার প্রবণতার ছবি স্পষ্ট হল।

মাঘী পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে

দোলনা উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: গত ১ ফেব্রুয়ারি রবিবার মাঘী পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে কোচবিহার হিন্দু মিলন মন্দিরের উদ্যোগে শহরের একাধিক শাখা মন্দিরে শ্রী শ্রী প্রণবানন্দ মহারাজের জন্মতিথি পালন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে ছাট গুড়িয়াহাটি, নেতাজী নগরের গুরু মন্দিরে শ্রী অগ্নিবেশানন্দ মহারাজের উপস্থিতিতে পুজো, মহাযজ্ঞ ও প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়। সোমবার, ২ ফেব্রুয়ারি এই শাখায় পালিত হয় দোলন উৎসব। এই দুদিন মন্দিরে ভক্তদের বিরাট সমাগম হয়।

পলিকা স্নান মেলা

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: মাঘী পূর্ণিমা উপলক্ষে গত ৩১ জানুয়ারি শনিবার কোচবিহারের তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের মহিষকুচি-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় অনুষ্ঠিত হল ঐতিহ্যবাহী পলিকা স্নান মেলা। স্থানীয়রা জানান, দীর্ঘ কয়েক দশক আগে কালী সাধক যতীন্দ্রমোহন দেবনাথ মায়ের স্বপ্নাদেশ পান। সেই স্বপ্নাদেশের কথা তিনি পলিকা বিল সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা শনি বর্মণের কাছে প্রকাশ করেন। এরপর শনি বর্মণ মায়ের মন্দির নির্মাণের জন্য পাঁচ কাঠা জমি দান করেন। সেই থেকেই এই মেলার শুরু।

প্রায় ৭৩ বছরের পুরনো এই মেলার উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির সদস্য অভিজিৎ দে ভৌমিক। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তুফানগঞ্জ-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শীতল চন্দ্র দাস, তুফানগঞ্জ-২-এর বিডিও অজয় কুমার দণ্ডপোত ও প্রশাসনের আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধি। মাঘী পূর্ণিমার পুণ্যলগ্নে স্নান করতে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত ও পড়শি রাজ্য অসম থেকেও বহু পুণ্যার্থী এই মেলায় যোগ দিয়েছেন।

ডাম্পারের ভারে ভাঙল সেতু

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: পাথর বোঝাই ডাম্পারের ভারে ভেঙে পড়ল লোহার সেতু। ঘটনাটি ঘটে কোচবিহারের শীতলকুচি ব্লকের লালবাজার গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার দেবনাথপাড়ায়। গত ৩০ জানুয়ারি শুক্রবার গিরিধারী নদীর উপর সেতুটি ভেঙে পড়ে।

এই ঘটনায় কেউ হতাহত না হলেও সেতু ভেঙে পড়ার জেরে রাস্তার দু'পাশে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান শীতলকুচির বিডিও অনিন্দিতা সিনহা ব্রহ্মা-সহ প্রশাসনের আধিকারিকরা। পরিস্থিতি সামাল দিতে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

ঘটনার দু'দিনের মধ্যেই ভেঙে পড়া সেতুর পাশে অস্থায়ী বাঁশের সাঁকো তৈরি করা হয়। রবিবার বিকেল থেকেই ওই সাঁকো দিয়ে সাধারণ মানুষের যাতায়াত শুরু হয়েছে। সোমবার থেকে শুরু হওয়া মাধ্যমিক পরীক্ষার কথা মাথায় রেখেই দ্রুততার সঙ্গে এই কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর।

অস্থায়ী সাঁকোর কাজ পরিদর্শনে যান এনবিএসটিসি-র চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়। তিনি জানান, পরীক্ষার্থীদের নির্বিঘ্নে স্কুলে পৌঁছানোর বিষয়টি অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ শেষ করা হয়েছে, যাতে পড়ুয়াদের কোনও অসুবিধার মুখে পড়তে না হয়।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় ২৫ বছর আগে ওই লোহার সেতুটি নির্মিত হয়েছিল। এই সেতু দিয়েই শীতলকুচির লালবাজার গ্রাম পঞ্চায়েত হয়ে দিনহাটা মহকুমার সিতাই ব্লকের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। প্রতিদিন এই পথে লক্ষাধিক মানুষ যাতায়াত করতেন।

সেতু ভেঙে পড়ায় আপাতত তাঁদের প্রায় ১০ কিলোমিটার ঘুরপথে চলাচল করতে হচ্ছে। বিডিও অনিন্দিতা সিনহা ব্রহ্মা জানিয়েছেন, নতুন পাকা সেতু নির্মাণের জন্য জেলা প্রশাসনের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। দ্রুত স্থায়ী সমাধানের আশ্বাস দিয়েছে প্রশাসন।

আইএসএফ-এ ৩০ পরিবার

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: কোচবিহার জেলার উত্তর ও নাটাবাড়ি বিধানসভা এলাকায় রাজনৈতিক সমীকরণে বড়সড় বদল ঘটল। শনিবার, ৩১ জানুয়ারি শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিরোধী বামফ্রন্ট (সিপিআইএম) ছেড়ে ৩০টিরও বেশি পরিবার আনুষ্ঠানিকভাবে ইন্ডিয়ান সেক্যুলার ফ্রন্ট বা আইএসএফ-এ যোগদান করেছে। নাটাবাড়ি বিধানসভার পর্যবেক্ষক এনামুল হক এবং সিতাইয়ের পর্যবেক্ষক আব্দুল মাতিনের উপস্থিতিতে এই কর্মসূচি পালিত হয়।

কালজানি এলাকার পরিচিত গ্রাম্য চিকিৎসক আব্দুর রহমানের নেতৃত্বে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে যোগদানকারীরা নওশাদ সিদ্দিকীর নেতৃত্বাধীন আইএসএফ-এর পতাকা হাতে তুলে নেন। দলত্যাগীদের দাবি, শাসক দলের কাজে বীতশ্রদ্ধ হয়ে এবং বিকল্প রাজনৈতিক শক্তির খোঁজে তারা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই যোগদান কর্মসূচির পাশাপাশি উত্তর বিধানসভার খাপাইডাঙ্গা-কালজানি এলাকায় দলের একটি নতুন অঞ্চল কমিটিও গঠন করা হয়েছে।নবগঠিত এই কমিটির সভাপতি মনোনীত হয়েছেন ফজলুর রহমান, সহ-সভাপতি রশিদুল ইসলাম এবং সাধারণ সম্পাদক সুরোজ হোসেন। এছাড়া ১৫ সদস্যের একটি পূর্ণাঙ্গ কমিটিও তৈরি করা হয়েছে। আইএসএফ নেতৃত্বের দাবি, দিন দিন সাধারণ মানুষের মধ্যে তাঁদের দলের জনপ্রিয়তা বাড়ছে এবং আগামী দিনে এই ধারাই বজায় থাকবে।

দিনহাটায় এনসিবি-র হানা, তল্লাশির পরে বিনায়ককে হাজিরার নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন

দিনহাটা: কোচবিহারের দিনহাটায় মাদক সংক্রান্ত একটি মামলার তদন্তে এসে স্থানীয় এক বাসিন্দার বাড়িতে তল্লাশি চালাল নারকোটিক কন্ট্রোল ব্যুরো (এনসিবি)। মঙ্গলবার, ৩ ফেব্রুয়ারি দিনহাটা ২ নং ব্লকের নাজিরহাট ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের শালমারা এলাকায় বিনায়ক বর্মন নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে হানা দেয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার ৬ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল। এনসিবি সূত্রে জানা গিয়েছে, মুর্শিদাবাদের বহরমপুর এলাকায় সম্প্রতি ৮৫ কেজি গাঁজা সহ একটি পাচারকারীর দল ধরা পড়েছিল। সেই ঘটনার তদন্তে ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে বিনায়ক বর্মনের নাম উঠে আসে। সেই তথ্যের ভিত্তিতেই এই তল্লাশি চালানো হয়।

তদন্তকারীরা দিনভর বিনায়ক বর্মনের বাড়িতে তল্লাশি চালালেও সেই সময় বাড়ির কোনও পুরুষ সদস্য উপস্থিত ছিলেন না। কেন্দ্রীয় সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিনায়ক বর্মনের খোঁজ না মেলায় তাঁর পরিবারের সদস্যদের হাতে একটি সরকারি নোটিশ ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওই নোটিশে বিনায়ক বর্মনকে আগামী ৯ ফেব্রুয়ারি এনসিবি-র দপ্তরে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

যদিও বিনায়ক বর্মনের পরিবারের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে যে, দীর্ঘক্ষণ তল্লাশি চালানোর পরেও কেন্দ্রীয় সংস্থা বাড়ি থেকে কোনও সন্দেহজনক বা নিষিদ্ধ সামগ্রী উদ্ধার করতে পারেনি।

তল্লাশি প্রক্রিয়ার পাশাপাশি নোটিশে দেওয়া ঠিকানা নিয়ে একটি বিতর্ক তৈরি হয়েছে। বিনায়ক বর্মনের স্ত্রীর অভিযোগ, এনসিবি-র দেওয়া নোটিশটিতে প্রথমে আলিপুরদুয়ারের একটি ঠিকানা মুদ্রিত ছিল। পরে তদন্তকারী আধিকারিকরা হাতে কলম দিয়ে সেই ঠিকানা কেটে বর্তমান অর্থাৎ নাজিরহাটের ঠিকানাটি বসিয়ে তাঁদের হাতে দেন। ঠিকানার এই অসংগতি নিয়ে পরিবারের পক্ষ থেকে বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে। তবে কেন্দ্রীয় সংস্থার পক্ষ থেকে এই বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি।

বর্তমানে পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা এবং ৯ তারিখের হাজিরার ওপর পরবর্তী পদক্ষেপ নির্ভর করছে।

মণীন্দ্রর বাড়িতে পার্থপ্রতিম

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: কোচবিহারের বিতর্কিত ভাওয়াইয়া শিল্পী মণীন্দ্র বর্মণের বাড়িতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাঠানো শুভেচ্ছাপত্র ও উপহার নিয়ে হাজির হলেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন সাংসদ পার্থপ্রতিম রায়। মঙ্গলবার, ৩ ফেব্রুয়ারি মাথাভাঙা ১ নম্বর ব্লকের নয়ারহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের পানিগ্রাম এলাকায় শিল্পীর বাসভবনে গিয়ে তাঁকে সংবর্ধনা জানান পার্থপ্রতিম। মুখ্যমন্ত্রীর শাসনকালের ১৫ বছর উপলক্ষে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্মান জানানোর যে কর্মসূচি দল নিয়েছে, এটি তারই অংশ বলে তৃণমূল সূত্রে খবর।

শিল্পী মণীন্দ্রর রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই এলাকায় চর্চা রয়েছে। ইতিপূর্বে তাঁর রচিত গানে অশালীন ভাষা ব্যবহারের অভিযোগ তুলেছিল তৃণমূল নেতৃত্ব। পুলিশের পক্ষ থেকে হুমকির অভিযোগ তুলে এই শিল্পী বেশ কিছুদিন আত্মগোপন করেছিলেন এবং পরবর্তীতে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে তাঁকে প্রকাশ্যে দেখা গিয়েছিল। এমন প্রেক্ষাপটে খোদ মুখ্যমন্ত্রীর পাঠানো শুভেচ্ছাপত্র ও উপহার নিয়ে তৃণমূল নেতার তাঁর বাড়িতে পৌঁছে যাওয়া রাজনৈতিক মহলে নতুন জল্পনার জন্ম দিয়েছে। পার্থপ্রতিম রায় বলেন, "আমরা চাই প্রতিবাদের ভাষা সব সময় শৈল্পিক ও মার্জিত হোক। পাশাপাশি সরকারের উন্নয়নের কাজ নিয়েও যাতে তিনি গান বাঁধেন, সেই অনুরোধও রাখা হয়েছে।" অন্যদিকে, সংবর্ধনা পেয়ে খুশি হলেও নিজের অবস্থানে অনড় মণীন্দ্র বর্মণ। তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, সাধারণ মানুষের দাবি-দাওয়া এবং প্রতিবাদী গান গাওয়া থেকে তিনি পিছিয়ে আসবেন না।

বঞ্চিত উত্তরবঙ্গ!

বরাবর একটি অভিযোগ ওঠে, উত্তরবঙ্গ বঞ্চিত। এবারের কেন্দ্রীয় বাজেট ঘিরেও তার পুনরাবৃত্তি হল। তা নিয়ে অবশ্য কেন্দ্রের শাসক ও বিরোধী দলগুলির মধ্যে চাপানউতোর শুরু হয়েছে। কিন্তু নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলে দেখা যায়, উত্তরবঙ্গের ঝুলিতে প্রায় কিছুই নেই। থাকার মধ্যে এক, শিলিগুড়ি থেকে দিল্লি পর্যন্ত রেল করিডর। তার বাইরে আঙুল দিয়ে দেখানোর মতো কিছু নেই। কিছ কিছু ক্ষেত্রে হয়তো উত্তরবঙ্গের কিছুটা লাভ হতে পারে তার বাইরে আর কিছু নেই। বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের বৃহৎ শিল্প চা-এর ভাড়ার শূন্য। পর্যটনেও তেমন কিছু নেই। এমন টা চলতে থাকলে উত্তরবঙ্গ এগিয়ে যাবে কিভাবে? ভোটের সময় রাজনৈতিক দলগুলির শীর্ষ নেতা-নেত্রীরা উত্তরবঙ্গ সফরে আসেন। সে সময় তাঁরা কল্পতরু হয়ে ওঠেন। কিন্তু ভোটের পরে আর সে সব কিছুই হয় না। সামনেই বিধানসভা নির্বাচন। ইতিমধ্যেই নেতা-নেত্রীদের দৌড়ঝাঁপ শুরু হয়েছে। কিন্তু উত্তরবঙ্গের জন্য বিশেষ কোনও ভাবনা কারও নেই। শিক্ষা-স্বাস্থ্য-শিল্প সবক্ষেত্রেই ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে এই অঞ্চল। এই অঞ্চলে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আরও ভাবনা প্রয়োজন।

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদক: সন্দীপন পন্ডিত

কার্যকরী সম্পাদক: দেবাশীষ চক্রবর্তী

সহকারী সম্পাদক: কঙ্কনা বালো মজুমদার, দুর্গাশ্রী মিত্র, শ্রীতমা ভট্টাচার্য্য, রাহুল রাউত

ডিজাইনিং ও গ্রাফিক্স : সমরেশ বসাক, ভজন সূত্রধর
বিজ্ঞাপন অধিকারিক: রাকেশ রায়

জনসংযোগ আধিকারিক: মিঠুন রায়

শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য: চার স্তম্ভের আলোকে জীবন ও সমাজ গঠন

বর্তমান আধুনিক সভ্যতায় দাঁড়িয়ে শিক্ষার সংজ্ঞা ও প্রয়োজনীয়তা নিয়ে নতুন করে গভীর ভাবনার অবকাশ রয়েছে। আজ শিক্ষা কেবল ডিগ্রি বা একটি ভালো চাকরির মাপকাঠিতে পর্যবসিত হয়েছে। কিন্তু শিক্ষার আসল সার্থকতা কেবল বৈষয়িক উন্নতিতে নয়, বরং একজন মানুষকে পূর্ণাঙ্গ এবং আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার মধ্যে নিহিত। ইউনেস্কোর ডেলরস কমিশনের প্রস্তাবিত শিক্ষার চারটি মূল স্তম্ভকে পাথেয় করে জীবন গড়ার এই পথটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। নিচে এই চারটি স্তম্ভ এবং আপনার উল্লিখিত বিশেষ দিকগুলো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো:

জানার জন্য শিক্ষা: শিক্ষার এই প্রথম স্তম্ভটি কেবল পাঠ্যবইয়ের তথ্য মুখস্থ করার বিষয় নয়। এটি মূলত শেখার কৌশল আয়ত্ত করা। বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তির যুগে প্রতিদিন তথ্যের পাহাড় জমছে, কিন্তু সেই তথ্যকে জ্ঞানে রূপান্তর করার জন্য প্রয়োজন একাগ্রতা ও বিচারবোধ। এর মধ্যে প্রধান বিষয়গুলো হলো, কোনও বিষয়কে অন্ধভাবে গ্রহণ না করে তার কার্যকারণ সম্পর্ক বোঝার চেষ্টা করা। এটি শিক্ষার্থীর মনের জানলা খুলে দেয়। শিক্ষার্থী যাতে যেকোনও বিষয়ে নিবিড়ভাবে মনোনিবেশ করতে পারে এবং অর্জিত জ্ঞানকে দীর্ঘকাল ধরে রাখতে পারে, সেই চর্চা করা। বিদ্যালয় বা কলেজের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শেষ হওয়ার পরও যেন একজন মানুষ প্রতিনিয়ত নিজেকে সমৃদ্ধ করার আগ্রহ হারিয়ে না ফেলে। জ্ঞানের জগৎ অসীম, তাই শেখার শেষ নেই।

কর্মের জন্য শিক্ষা: তাত্ত্বিক জ্ঞানকে যখন বাস্তব জীবনের কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়, তখনই শিক্ষা সার্থকতা পায়। এই স্তম্ভটি কর্মসংস্থানের পাশাপাশি দক্ষতা বৃদ্ধিতে জোর দেয়। এই শিক্ষা আমাদের শেখায় যে শুধু বই পড়ে বা চিন্তা করে নয়, বরং হাতের কাজ ও বুদ্ধির সঠিক সমন্বয়ে প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব। এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো শরীর ও মনকে সুস্থ রাখা এবং কায়িক পরিশ্রম বা মেহনতি

মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা জাগিয়ে তোলা। যখন আমরা কারিগরি বা বৃত্তিমূলক কাজ শিখি, তখন আমরা স্বাবলম্বী হওয়ার পাশাপাশি একটি কর্মঠ সমাজ গড়তে সাহায্য করি। এছাড়া এটি মানুষকে কেবল যন্ত্রের মতো কাজ করতে বারণ করে; বরং বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে কীভাবে সৃজনশীলভাবে সমস্যার সমাধান করা যায় এবং ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করা যায়, সেই বৌদ্ধিক বিকাশ ঘটায়। সমাজবদ্ধ জীব হিসেবে অন্যদের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করা বা টিমওয়ার্কের মাধ্যমে বড় লক্ষ্য অর্জন করাও এই শিক্ষার অংশ। সবশেষে, এটি আমাদের শেখায় যে কাজ যেন শুধু দায়সারা না হয়, বরং তার মধ্যে যেন শিল্প ও সৌন্দর্যের ছোঁয়া থাকে। অর্থাৎ, দক্ষতা, বুদ্ধি, সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং সৃজনশীলতার মিশেলে একজন আদর্শ মানুষ গড়ে তোলাই এর মূল উদ্দেশ্য।

একত্রে বসবাসের জন্য শিক্ষা: বর্তমান অস্থির পৃথিবীতে সামাজিক সম্প্রীতি ও সহিষ্ণুতার বড়ই অভাব। এই শিক্ষা আমাদের শেখায় কীভাবে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য খুঁজে পেতে হয়। অন্যের সংস্কৃতি, ধর্ম এবং ভিন্নমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া এবং যেকোনও বিরোধের ক্ষেত্রে হিংসার পথ পরিহার করে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান খুঁজে বের করা এই শিক্ষার মূল মন্ত্র। সহমর্মিতা ও সহযোগিতার মনোভাবই একটি শান্তিপূর্ণ পৃথিবী গড়ে তুলতে পারে।

মানুষ হওয়ার জন্য শিক্ষা: এটিই শিক্ষার চূড়ান্ত ও শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য। মানুষ হওয়ার শিক্ষা মানে নিজের ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটানো। এটি ব্যক্তির চিন্তার স্বাধীনতা, কল্পনাশক্তি এবং নৈতিক চরিত্রের উন্নয়ন ঘটায়। নিজের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রাখা এবং সমাজের প্রতি নিজের কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হওয়াই এই স্তরের সার্থকতা। একজন প্রকৃত শিক্ষিত মানুষ কেবল নিজের ভালো চায় না, বরং সর্বজনীন কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করে।

পরিশেষে বলা যায়, প্রকৃত শিক্ষা কেবল অন্ধকার থেকে আলোর পথে যাত্রার নাম নয়, বরং এটি মানুষের অন্তরনিহিত শক্তিকে বিকশিত করার একটি নিরন্তর প্রক্রিয়া। যখন একজন মানুষ শারীরিক সামর্থ্য, বৌদ্ধিক তীক্ষ্ণতা, সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং নান্দনিক চেতনার সমন্বয় ঘটিয়ে দক্ষ হয়ে ওঠে, তখনই শিক্ষার প্রথম সার্থকতা প্রমাণিত হয়। তবে কেবল দক্ষতা অর্জনই শেষ কথা নয়; বরং অন্যের সঙ্গে মিলেমিশে থাকার মানসিকতা এবং নিজের ভেতরের মনুষ্যত্বকে জাগিয়ে তোলাই হলো শিক্ষার চূড়ান্ত শিখর।

আমাদের আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় ইউনেস্কো নির্ধারিত এই চারটি স্তম্ভের সঠিক প্রতিফলন ঘটাতে পারলেই আমরা কেবল ডিগ্রিধারী জনবল নয়, বরং একটি সহমর্মী, রুচিবান এবং আদর্শ সমাজ উপহার দিতে পারব। মনে রাখতে হবে, যে শিক্ষা মানুষকে মানুষ হিসেবে চিনতে শেখায় না, তা কেবল যান্ত্রিক জ্ঞান; আর যে শিক্ষা বিবেককে জাগ্রত করে, সেটিই হলো প্রকৃত মুক্তি।

লেখক- পূজা চৌধুরী
শিক্ষাবিজ্ঞানে স্নাতোকোত্তর
দমদম, কলকাতা

২২ গজের হার, প্রতিবেশীসুলভ লড়াই কি তবে রাজনীতির কাছে আত্মসমর্পণ করল?

ক্রিকেট ভারতের কাছে কেবল একটি খেলা নয়, এটি এক আবেগ। আর সেই আবেগের অন্যতম বড় রসদ হলো চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বা প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের মহারণ শুরুর আগেই বাংলাদেশের সরে দাঁড়ানোর খবরটি তাই একজন ভারতীয় ক্রীড়াপ্রেমীর কাছে কিছুটা পানসে স্বাদের মতো। রাজনীতির পিচে যে 'রান আউট' আজ বাংলাদেশ দলকে মাঠের বাইরে পাঠিয়ে দিল, তার প্রভাব কেবল স্কোরে নয়, পড়বে ক্রিকেটের স্পোর্টসম্যান স্পিরিটেও। এদিকে বাংলা দেশের পাশে দাঁড়িয়েছে পাকিস্তান, ম্যাচ বয়কট করেছে ভারতের সঙ্গে। সেক্ষেত্রেও প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে ম্যাচ দেখা এবছর আর হবে না বলেই মনে করছেন ভারতীয়রা।

একজন ভারতীয় হিসেবে যখন দেখি আমাদের মাটিতে বিশ্বকাপ হচ্ছে, তখন আমরা চেয়েছিলাম বিশ্বের সেরা সব দল এখানে আসুক। তবে নিরাপত্তার যে অজুহাত বিসিবি বা বাংলাদেশ সরকার দিচ্ছে, তা ভারতীয় হিসেবে আমাদের কাছে কিছুটা বিস্ময়কর। ভারত সবসময়ই বিদেশি দলগুলোকে সর্বোচ্চ স্তরের নিরাপত্তা দিয়ে এসেছে। তা সত্ত্বেও মুস্তাফিজুর রহমানকে কেন্দ্র করে যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে বা আইসিসি-র ওপর 'একাধিপত্যের' যে অভিযোগ উঠেছে, তা প্রতিবেশী দুই দেশের ক্রিকেটীয় সম্পর্কের ফাটলকেই স্পষ্ট করে দেয়। বিসিবি চেয়েছিল হাইব্রিড মডেল, কিন্তু লজিস্টিক কারণে আইসিসি-র পক্ষে শেষ মুহূর্তে তা মানা সম্ভব ছিল না। এতে আইসিসি প্রেসিডেন্ট জয় শাহ বা বিসিসিআই-এর অনড় মনোভাবকে অনেকে দায়ী করলেও, নিয়মের বেড়াজালে আইসিসি-র হাতও সম্ভবত বাঁধা ছিল।

তবে দিনশেষে আর্থিক ক্ষতি বা স্কটল্যান্ডের অন্তর্ভুক্তি বড় কথা নয়; বড় কথা হলো চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বা প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে খেলার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হওয়ার দুঃখ। ইডেন গার্ডেন্স বা ওয়াংখেড়েতে লিটন দাস কিংবা শরিফুলদের বিপক্ষে ভারতের দ্বৈরথ দেখার যে স্বাদ একজন ভারতীয় দর্শক পেতেন, তা থেকে বঞ্চিত হওয়াটা হতাশার। আরও হতাশার ভারতে এলে অন্য দেশের বিপদ, এই বিষয়টা মেনে নেওয়া। যখন রাজনীতির কালো ছায়া পিচের ওপর পড়ে, তখন ব্যাট-বলের লড়াইও ম্লান হয়ে যায়, এতেই প্রমাণিত। একজন ভারতীয় হিসেবে আমরা চাই সবসময় ক্রিকেট জিতুক, কূটনীতি নয়। ২০২৬ বিশ্বকাপ হয়তো সফল হবে, ট্রফি কেউ একজন জিতবে, কিন্তু বাংলাদেশের অনুপস্থিতি ক্রিকেটীয় সৌভ্রাতৃত্বের ইতিহাসে এক অপূর্ণ অধ্যায় হিসেবেই থেকে যাবে।

মলয় রায়, কোচবিহারের বাসিন্দা, ক্রিকেটপ্রেমী

হরিমাধব মুখোপাধ্যায় স্মরণে...

উত্তালের 'খারিজ'

কিছুদিন আগে শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে হরিমাধব মুখোপাধ্যায় স্মরণে হয়ে গেল উত্তাল প্রযোজিত নাটক 'খারিজ'। গ্রামীণ পটভূমিকায় লেখা হাস্যরস আশ্রিত এই নাটকে উঠে আসে খেটে খাওয়া গরিব মানুষের নানা কৌশলে বেঁচে থাকার তীব্র চেষ্টার কাহিনী। নাটকের মূল দুই চরিত্রের মধ্যেকার তীব্র দ্বন্দ্ব অভিনয়গুনে অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে এবং সামগ্রিকভাবে উত্তালের দলগত অভিনয় দর্শকদের বিশেষ প্রশংসা আদায় করে নেয়। এই নাটকের অভিনয়ে ছিলেন প্রজিত চৌধুরী, দুর্গাশ্রী মিত্র, প্রবীর দাস, পলক চক্রবর্তী, স্বরাজ রায়, সপ্তর্ষি নাগ, গৌরি কুণ্ডু, সলিল কর, আশিস কুমার শীল, মৈত্রেয়ী সিনহা, কাঞ্চনময় ভট্টাচার্য, শ্যাম ভট্টাচার্য। সঙ্গে মঞ্চে ছিলেন মিলনকান্তি চৌধুরী, মৃণালকান্তি কুণ্ডু, নিতিশ সরকার, শুভম চক্রবর্তী, অপূর্ব সাহা, ভাবনা হালদার, ববিতা রায়, প্রসেনজিৎ মালা দাস, বাদল দত্ত, অজিত কুমার দাস। নাটক রচনা ও নির্দেশনায় হরিমাধব মুখোপাধ্যায়।

নাটকটির পুনর্নির্মাণ করে মঞ্চে এনেছেন পলক চক্রবর্তী। মঞ্চ ভাবনায় নীলাভ চট্টোপাধ্যায়। মঞ্চ নির্মাণ শ্যাম ভট্টাচার্য ও নিতীশ সরকার। মঞ্চ দ্রব্য দুর্গাশ্রী মিত্র। আলোক পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ সুমিত চক্রবর্তীর। রূপারোপ করেছেন অলোক দেবনাথ। আবহ অজিত দাস। আবহ নিয়ন্ত্রণ কুন্তল ঘোষ এবং পোশাক পরিকল্পনায় সুজাতা চক্রবর্তী ও শুভম চক্রবর্তী। নাটক শুরুর পূর্বে এদিন উত্তালের পক্ষ থেকে হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণা করেন পার্থ চৌধুরী।

দিনহাটার সংহতি ময়দানে যাত্রাপালার আসর

তখন জানুয়ারি মাসের শেষের দিক, শীতের কাঁপুনি তখনও ম্লান হয়নি। এমনই এক শীতের সন্ধ্যায় দিনহাটা শহরের মানুষ ভাসলেন নস্টালজিয়ায়। কেউ বললেন, এমন পালা আগে কত হতো, আবার কারও মুখে ৩০-৪০ বছর আগের ঠাকুরমার গল্প। ভিড়ের মাঝে বয়স্কা ভালো চক্রবর্তী জানালেন, শাশুড়ি আর চার যায়ের সঙ্গে কতই না এমন যাত্রা দেখেছেন তিনি। বললেন, "শাশুড়ি মা আগে ভাগে আসরে গিয়ে আমাদের জন্য জায়গা রাখতেন। পাড়ার লোকজন কম ঝামেলা করত এই নিয়ে।" কথার সঙ্গে সঙ্গে চোখের জল স্পষ্ট। এখন আর কেউ নেই, না শাশুড়ি, না স্বামী। তবে ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে এদিন এসেছিলেন সংহতি ময়দানে যাত্রা দেখতে।

এ বছর ২৪ ও ২৫ জানুয়ারি দিনহাটায় আয়োজিত দু'দিনব্যাপী এক যাত্রার আসর প্রবীণদের শৈশবে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছে। বছর পঞ্চান্নর হরিপ্রসাদ গোঁসাই স্মৃতিচারণ করে বললেন, "ছোটবেলায় কতই না যাত্রা দেখেছি। সারা রাত জেগে থাকার জন্য দুপুরে ঘুমিয়ে নিতাম। আজ এই এখানে বসে সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়ছে।" কনকনে ঠান্ডায় চাদর মুড়ি দিয়ে কয়েক ঘণ্টা ধরে যাত্রাপালা উপভোগ করা সাধারণ মানুষের উচ্ছ্বাস দেখে আয়োজক বিদ্যুৎকমল সাহাও বেশ উচ্ছ্বসিত।

কয়েক দিন আগে যেই ময়দানে বলিউড ও টলিউডের গায়কদের আধুনিক সুর উঠেছিল, সেখানেই এদিন বিছানো হয় পোয়াল আর চাদর। গ্রামবাংলার সেই চিরাচরিত মেজাজে যাত্রার আসর দেখতে ভেঙে পড়ে জনতা।

আসলে 'যাত্রা' হলো বাংলার এক প্রাচীন লোকনাট্য ধারা, যা মূলত 'যাতায়াত' বা তীর্থযাত্রার উৎসব থেকে জন্ম নিয়েছিল। কোনো বিশেষ মঞ্চ বা পর্দা ছাড়াই চারদিকে দর্শকবেষ্টিত হয়ে খোলা ময়দানে এর অভিনয় চলত। আগেকার দিনে যাত্রাপালা মানেই ছিল বিবেক বা জুড়ির গান, চড়া সুরের সংলাপ আর সারা রাত জেগে থাকা এক রোমাঞ্চ। আধুনিক বিনোদনের ভিড়ে শহর থেকে এই শিল্প প্রায় হারিয়ে যেতে বসলেও দিনহাটার কমল গুহ জন্ম উৎসব কমিটি গত কয়েক বছর ধরে একে পুনরুজ্জীবিত করার দায়িত্ব নিয়েছে।

মানুষ কে ভাবায় 'নিম কাঠের মানুষ'

পুস্তক পর্যালোচনায়
পার্থ নিয়োগী
কোচবিহারের বাসিন্দা

লেখক: বর্ণজিৎ বর্মণ
দৈনিক বজ্রকণ্ঠ থেকে প্রকাশিত

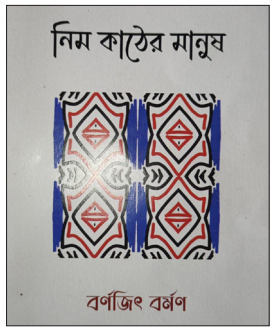

বর্ণজিৎ বর্মণ বর্তমান সময়ে বাংলা ও রাজবংশী ভাষার একজন জনপ্রিয় তরুণ কবি। পেশায় শিক্ষক বর্ণজিতের 'নিম কাঠের মানুষ' তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থটিও পাঠক মহলে জনপ্রিয় হবার ফলে ত্রিপুরার দৈনিক বজ্রকন্ঠ থেকে প্রকাশ পাওয়া তাঁর এই দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থটি নিয়ে এক প্রত্যাশা ছিল পাঠক মহলে।

মোট ২৮ টি কবিতা ঠাঁই পেয়েছে এই কাব্যগ্রন্থে। প্রথম কবিতা 'নিম কাঠের মানুষ'য়ে নিজেকে আধ্যাত্মিকভাবে খুঁজে দেখেছেন তিনি। একইভাবে তাঁক কবিতায় উঠে এসেছে দধীচি মুনি, তিলক চন্দন, ভগবান পদ্মনাভের কথা। এই লেখা থেকে উঠে আসে কবির প্রবল আধ্যাত্মিকবোধ।

তবে শুধু আধ্যাত্মিকতাই নয়, প্রকৃতি, ভাওয়াইয়া গান, রাজনৈতিক দর্শনের কথাও খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি। আসলে জীবন তো আর কোন একটা বিষয়কে নিয়ে নয়। তাইতো কখনও তিনি লিখেছেন 'যত রহস্য, এই ব্ল্যাকস্পট বৃত্ত ঘিরে'। আবার লিখেছেন 'আ আপেল যদি হয়, অ অনিল হলে ক্ষতি কোথায়?'।

তাই তাঁর 'অভিমান', 'রহস্য বলতে', 'কোথা থেকে কোথায়' কবিতাগুলি হয়ে উঠেছে অর্থবহ। সব মিলিয়ে, তাঁর এই কাব্যগ্রন্থ 'নিমকাঠের মানুষ' সত্যিই আমাদের ভাবনার দুনিয়ায় স্পন্দন সৃষ্টি করে।

কবিতা

রাজনীতির নীতিকথা

ইন্দ্রাণী বিশ্বাস

সকালে খবরের কাগজে এক দল মিশে যায় অন্য দলে
আদর্শের কথা বইয়ের পাতায় ধুলো জমা গল্প
মনে মনে অদ্ভুত ভয় আর অবিশ্বাসের ছায়া
মিছিলে পা মিলিয়ে জানে না কাল তাদের নেতা কোথায়,
রঙের লড়াইয়ে ঢাকা পড়ে যায় আসল সমস্যা
মাঠের জনসভায় কর্মসংস্থানের কথা আর ওঠে কি?
চায়ের দোকানে আড্ডা থামে তিক্ততায় গিয়ে
ধর্ম আর জাতপাতের নামে অদৃশ্য দেয়াল কি আমরাই তুলছি?
ভোটের আগে প্রতিশ্রুতির বন্যায় ভাসছে এলাকার অলিগলি
কিন্তু ভোট ফুরোলেই সেই ভাঙা রাস্তা আর জলমগ্ন বস্তি
টাকার পাহাড়ে বসে যারা সমাজসেবী, তাদের চেনা দায়
গরিবরা আজও রেশন আর ভাতার লাইনে দাঁড়ায়।
গণতন্ত্র কেবল আঙুলের ডগায় এক ফোঁটা কালি
টিভির পর্দায় হাত মেলায় ওঁরা, কর্মীরা মাঠে দেয় রক্তের বলি
প্রতিবাদের ভাষা বন্দি সোশ্যাল মিডিয়ার লাইক আর কমেন্টে
ভবিষ্যতের পথে পড়ে আছে শুধু অস্থির সময়ের স্মৃতি।
অট্টালিকার তলায় এখনও চাপা পড়ে ছোট স্বপ্ন
তাই শত্রু তকমা জোটে বেকার ছেলেটির গায়ে
ধূসর অজুহাত হয়ে পড়ে থাকে প্রত্যেকটি প্রতিশ্রুতি
আর ওই ছেলেটির চোখের জল, মায়ের কান্না
আমরা দেখি, আর ভাবি বোতাম বাছা এতই শক্ত কি?

বয়ে চলো

নিলাদ্রী বিশ্বাস

বিকেলের রোদে যখন নদীর জলটা চিকচিক করে ওঠে,
ঠিক তখনই তোমার হাসির কথা আমার মনে পড়ে।
এই নদীটার মতো তুমিও খুব শান্ত অথচ গভীর,
সবকিছু বয়ে নিয়ে চলো নিজের মনের ভেতর।
ঘাটে একা বসে জলের কুলকুল শব্দ কানে আসে,
মনে হয় তুমি পাশ থেকে ফিসফিস করে বলছো।
নদীর পাড়ে কাশবন আর পাকুড়ের ছায়া যেন মিশে থাকে,
আমাদের ভালোবাসাও ঠিক তেমনই মায়া দিয়ে ঘেরা।
বর্ষায় নদী যখন দুকূল ছাপিয়ে উত্তাল হয়ে ওঠে,
আমার বুকের টানটাও তখন হয় ঠিক তেমনই অবাধ্য।
আবার শরতের ভোরে নদী যদি থাকে কুয়াশায় ঢাকা,
তোমার রহস্যময় চোখ দুটো সেই ধোঁয়াশায় আমায় ডাকে।
গ্রামের এই ছোট নদীটা সাগরের খোঁজে পথ হারায় না,
আমিও হাজার ভিড়ের মাঝে শুধু তোমাকেই চিনতে পারি।
নদীর বাঁকগুলো যেমন চেনা, তোমার মনের গলিও খুব চেনা,
এখানে কৃত্রিমতা নেই, আছে শুধু এক অদ্ভুত শান্তি।
সারা দিনের ক্লান্তি শেষে নদী যেমন স্থির হয়,
তোমার কাঁধে মাথা রাখার শান্তিও ঠিক একই
নদীর মতোই তুমি, আমার কাছে দুজনেই পরম নির্ভরতার স্থান,
যাদের বয়ে চলা থামলে আমার জীবনের সব সুরও থেমে যাবে।

ডাস্টবিন

প্রশান্ত মণ্ডল

যা কিছু ফেলে দিলে
তা আর ফেরত পাবে না জেনেও
ফেলে দিলে।
তবু ফেলার আগে একটু ভেবে নিও
সে ব্যাবহৃত কাগজ হোক
প্রিয় মানুষের দেওয়া ভাঙা কলম হোক
অথবা বাসি ভাত।
একটু আগে যাদের দেখে তুমি নাক সিঁটকে
ডাস্টবিনটা দূরে ছুঁড়ে দিলে
তাদের একদিনের জীবন ওখানে আটকে ছিল।
তুমি দেখলে না...!

ঝুঁকি এড়াতে ভুট্টার জমিতে সাথী ফসল চাষ

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: কোচবিহারে ক্রমশ বাড়ছে ভুট্টা চাষ। তবে মার্চের শেষ থেকে এপ্রিল মাসে ফসল তোলার সময় কালবৈশাখীর ঝড় ও শিলাবৃষ্টির আশঙ্কায় প্রতি বছরই বড়সড় ক্ষতির মুখে পড়েন চাষিরা। এই সমস্যার সমাধান খুঁজতেই ভুট্টার সঙ্গে সাথী ফসল চাষের ওপর গবেষণায় নেমেছে উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। অস্ট্রেলিয়া সরকারের আর্থিক সহায়তায় শুরু হওয়া এই পরীক্ষামূলক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে দিনহাটা মহকুমার দিনহাটা ২ ব্লকের বামনহাট এলাকায়। ভুট্টার জমির মধ্যেই শীতকালীন সবজি চাষ করে ঝুঁকি কমানোর পাশাপাশি অতিরিক্ত আয়ের পথ খুলে দেওয়াই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য। গত ৪ ফেব্রুয়ারি বুধবার প্রকল্পের অগ্রগতি ও ফলাফল খতিয়ে দেখতে দিনহাটায় আসেন অস্ট্রেলিয়া, নেপাল, ভুটান ও বাংলাদেশ-সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত কৃষি বিজ্ঞানীদের একটি প্রতিনিধি দল। ভুট্টার সঙ্গে শীতকালীন সবজি চাষের ফল দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন তাঁরা। এই প্রকল্পের আওতায় মোট ১৬ জন ভুট্টাচাষী নিজেদের

জমিতে সাথী ফসল চাষে যুক্ত হয়েছেন। ভুট্টার ক্ষেতের ফাঁকে ফাঁকে ধনে পাতা, ফুলকপি, বাঁধাকপি, বিনস ও মটরশুঁটির চাষ করা হয়েছে। এক বিঘা জমিতে শুধু ধনে পাতা বিক্রি করেই প্রায় ২০ হাজার টাকা আয় করেছেন একাধিক চাষী। এই পদ্ধতির মাধ্যমে ভুট্টার ফলনে কোনও নেতিবাচক প্রভাব না পড়লেও বাড়ছে সামগ্রিক আয়। বিশেষ করে ভুট্টার জমিতে শাকসবজি চাষ করে আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হয়ে উঠছেন বহু মহিলা কৃষক।

উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শস্য বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান অধ্যাপক বিপ্লব মিত্র জানান, দেশ-বিদেশের মোট ১৬ জন কৃষি বিজ্ঞানী সরেজমিনে এই চাষ পদ্ধতি পরিদর্শন করে অত্যন্ত খুশি হয়েছেন। অন্যদিকে অধ্যাপক প্রতীক মোদক ভট্টাচার্য বলেন, কালবৈশাখীর কারণে ভুট্টা চাষে যে ক্ষতির আশঙ্কা থাকে, তা অনেকটাই কমাতেই এই সাথী ফসল চাষের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এতে ভুট্টার কোনও ক্ষতি না করেই অতিরিক্ত আয়ের সুযোগ তৈরি হচ্ছে। কৃষি বিশেষজ্ঞদের মতে, ভবিষ্যতে এই মডেল রাজ্যের অন্যান্য ভুট্টা চাষ এলাকাতেও সফলভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

কামদেবের পাঠ প্রাথমিক বিদ্যালয় চত্বরে উদ্বোধন হলো নতুন সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিবেদন

বামনহাট: গ্রামীণ এলাকার সাধারণ মানুষের কাছে স্বাস্থ্য পরিষেবা আরও সহজে পৌঁছে দিতে কোচবিহারের বামনহাটে একটি নতুন সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্বোধন করা হলো। মঙ্গলবার, ৩ ফেব্রুয়ারি বামনহাট ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত দুর্গানগর কামদেবের পাঠ প্রাথমিক বিদ্যালয় চত্বরে এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সূচনা হয়। ফিতে কেটে উদ্বোধন করেন বামনহাট ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান দীপক কুমার ভট্টাচার্য।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বামনহাট ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের বর্তমান প্রধান নমিতা বর্মন, দিনহাটা ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির প্রাণী কর্মাধ্যক্ষ সুধীরচন্দ্র বর্মন, মোস্তাফিজুর রহমান, গণেশ বর্মন এবং স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য হরিদাস বর্মন। এছাড়াও প্রশাসনিক ও স্বাস্থ্যগত দিক তদারকির জন্য উপস্থিত ছিলেন বামনহাট ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের আধিকারিক অনুষা লামা। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অনুষা এই সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রের উপযোগিতা তুলে ধরেন। তিনি জানান, এখন থেকে স্থানীয় বাসিন্দাদের সাধারণ চিকিৎসার জন্য আর দূরে যেতে হবে না। এই কেন্দ্রে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা, রক্তচাপ ও শর্করার পরীক্ষা সহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় পরিষেবা মিলবে।

বিশেষ করে নারী ও শিশুদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় এই কেন্দ্রটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি আশাপ্রকাশ করেন। দীপক কুমার ভট্টাচার্য বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকারের মূল লক্ষ্য হলো প্রতিটি মানুষের কাছে উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া। সেই লক্ষ্যেই এলাকায় এই সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রটি গড়ে তোলা হয়েছে। তিনি আরও বলেন যে, সম্প্রতি বামনহাটের পাথরসন মাধাইখাল এলাকাতেও একটি সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রের শিলান্যাস করা হয়েছে। এলাকার প্রতিটি কোণায় এই ধরনের পরিকাঠামো তৈরি করা হচ্ছে যাতে গ্রামবাংলার মা ও শিশুরা সম্পূর্ণ সুস্থ থাকতে পারে।

নিজেকে 'রাজা' বলে দাবি করল সাংসদ

ফের বিতর্কের সূত্রপাত কোচবিহারে

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: কোচবিহারে বীর চিলা রায়ের জন্মজয়ন্তীকে ঘিরে ফের রাজনৈতিক বিতর্কে অনন্ত মহারাজ। গত ১ ফেব্রুয়ারি রবিবার চিলা রায়ের ৫১৬তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে কোচবিহার ২ নম্বর ব্লকের সিদ্ধেশ্বরী এলাকায় আয়োজিত গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের এক সভায় তিনি নিজেকে কোচবিহারের 'রাজা' বলে দাবি করেন। অনুষ্ঠানের ফাঁকে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই মন্তব্য করেন বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ তথা গ্রেটার আন্দোলনের নেতা নগেন্দ্র রায়।

অনন্ত মহারাজ নামেই অধিক পরিচিত নগেন্দ্রর অভিযোগ, ১৯৪৯ সালে কোচবিহারের তৎকালীন রাজা যে চুক্তির মাধ্যমে ভারতভুক্তি মেনে নিয়েছিলেন, তা আজও যথাযথভাবে কার্যকর হয়নি। তাঁর দাবি, কোচবিহারকে শুধুমাত্র একটি জেলা হিসেবে রাখা হয়েছে, যা চুক্তির মূল ভাবনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তিনি বলেন, কোচবিহারকে আলাদা রাজ্য অথবা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসেবে মর্যাদা দেওয়া প্রয়োজন।

এদিনের সভা থেকে নির্বাচন কমিশনের বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়া নিয়েও তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন অনন্ত মহারাজ। তাঁর অভিযোগ, এসআইআর সংক্রান্ত কাজে নির্বাচন কমিশন চরম গাফিলতি করেছে। বিশেষ করে ভূমিপুত্রদের নাম ও পদবীর বানানে ভুল থাকার বিষয়টি তুলে ধরে তিনি বলেন, এই ধরনের ভুলের জন্য সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

একই সঙ্গে তিনি আশ্বাস দেন, যাতে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত না হন এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের সমস্যা না তৈরি হয়, সে জন্য বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারের নজরে আনা হবে। এই ঘটনার জেরে ফের সরগরম কোচবিহারের রাজনৈতিক মহল।

রসিকবিল নিয়ে একগুচ্ছ পরিকল্পনা বন দপ্তরের

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: কোচবিহারের পর্যটন মানচিত্রে বড়সড় বদল আনতে চলেছে বন দপ্তর। তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের জনপ্রিয় রসিকবিল মিনি জু-র ভোল বদলে দিতে একগুচ্ছ নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সেন্ট্রাল জু অথরিটির অনুমোদন মিললেই এখানে নিয়ে আসা হবে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার, হিমালয়ান ব্ল্যাক বেয়ার, বন্যকুকুর এবং প্যাঙ্গোলিনের মতো বন্যপ্রাণী। পর্যটকদের আকর্ষণ বাড়াতে ইতিপূর্বেই একটি মাস্টার প্ল্যান তৈরি করে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়েছে। নতুন অতিথিদের আবাসের জন্য প্রয়োজনীয় স্থানও চিহ্নিত করেছে বন দপ্তর, এবং পাখিদের জন্য একটি আধুনিক 'এভিয়ারি' তৈরির পরিকল্পনা হয়েছে।

বিভাগীয় বন আধিকারিক অসিতাভ দত্ত জানিয়েছেন, প্রতি বছর পর্যটকদের ভিড় বাড়তে দেখেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। গত বছর যেখানে টিকিট বিক্রি থেকে ৩৫ লক্ষ টাকা আয় হয়েছিল, সেখানে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসের শুরুতেই সেই অঙ্ক ৪১ লক্ষ টাকা ছাড়িয়ে গিয়েছে। মরশুমের শেষে এই রাজস্ব আরও বাড়তে পারে। বর্তমানে চিতাবাঘ, ঘড়িয়াল, ম্যাকাও ও মেছোবিড়ালের মতো প্রাণীরা থাকলেও, রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার বা ভাল্লুকের উপস্থিতি রসিকবিলের জনপ্রিয়তা বহুগুণ বাড়িয়ে দেবে।

পৌরসভার লক্ষ্য জঞ্জালমুক্ত কোচবিহার

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: ঐতিহ্যবাহী কোচবিহার শহরকে জঞ্জালমুক্ত ও পরিচ্ছন্ন রাখতে একগুচ্ছ অভিনব পরিকল্পনা নিল কোচবিহার পুরসভা। শহরের সৌন্দর্য ফেরাতে এবার থেকে দিনের পাশাপাশি রাতেও চলবে সাফাই অভিযান।

দায়িত্ব নিয়েই পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ সাহা জানিয়েছেন, শহরকে পরিষ্কার রাখতে ১০টি বিশেষ টিম গঠন করা হয়েছে। প্রতিটি টিমে চারজন করে সদস্য থাকবেন, যাঁদের মূল কাজ হবে রাতে ভবানীগঞ্জ বাজার, সাগরদিঘি চত্বর, বৈরাগীদিঘি পাড় ও শহরের প্রধান রাস্তাগুলি পরিষ্কার করা। এর ফলে সকালে প্রাতভ্রমণকারীরা এক নির্মল ও পরিচ্ছন্ন শহর উপহার পাবেন। পরিষেবা আরও উন্নত করতে শহরকে পাঁচটি জোনে ভাগ করে নজরদারি চালাবেন সুপারভাইজাররা। এছাড়া শীঘ্রই ২০ জন ঝাড়ুদার এবং অতিরিক্ত ৫০ জন ভ্যানচালক নিয়োগ করতে চলেছে পুরসভা। শহরবাসীর সুবিধার্থে কেনা হচ্ছে ছোট-বড় মিলিয়ে আরও ৮০টি সাফাই গাড়ি। তবে শুধুমাত্র সাফাই নয়, কড়া হচ্ছে নিয়মও। রাস্তায় আবর্জনা ফেললে এবার দিতে হবে জরিমানা। চেয়ারম্যান জানান, প্রথমে মাইকিং করে সচেতন করা হবে, তারপরও নিয়ম ভাঙলে কড়া পদক্ষেপ করা হবে। ইতিপূর্বেই ভবানীগঞ্জ বাজারের ছাদ ও জেলা শাসকের বাংলো চত্বরে সাফাইয়ের কাজ যুদ্ধকালীন তৎপরতায় শুরু হয়েছে।

বিএসএফ-এর কাছে আত্মসমর্পণ তিন বাংলাদেশির

গ্রেপ্তার ২ ভারতীয় দালাল

নিজস্ব প্রতিবেদন

দিনহাটা: সম্প্রতি সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে ফেরার পথে দালালদের সঙ্গে বিবাদ ও টাকা নিয়ে টানাপোড়েনের জেরে বিএসএফ-এর কাছে আত্মসমর্পণ করলেন তিন বাংলাদেশি মহিলা। সোমবার, ২ ফেব্রুয়ারি ঘটনাটি ঘটে দিনহাটার সাহেবগঞ্জ এলাকায়। প্রায় তিন বছর আগে হেনা বেগম নামে এক মহিলা তাঁর পরিবারের সঙ্গে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন। ব্যাঙ্গালোরে পরিচারিকার কাজ করতেন তাঁরা। সম্প্রতি বাংলাদেশে নির্বাচনের কারণে বাড়ি ফেরার উদ্দেশ্যে দালালের মাধ্যমে পারাপারের পরিকল্পনা করেন।

পরিকল্পনা অনুযায়ী, হেনা বেগম সহ পরিবারের ৬ জন সদস্য দিনহাটার সাহেবগঞ্জ এলাকায় এক দালালের বাড়িতে ওঠেন। দালালকে অগ্রিম ৯০ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছিল। পরিবারের পুরুষ সদস্যরা আগে পার হয়ে গেলেও মহিলাদের পারাপারের সময় গোলমাল বাধে। হেনা বেগম তাঁর পানের সুপারির কৌটাটি সঙ্গে নিতে চাইলে দালালরা তাতে বাধা দেয় এবং জামাকাপড় ও ব্যাগপত্র ফেলে দেয়। এই নিয়ে রাতে দালালের সঙ্গে তাঁদের তুমুল তর্কাতর্কি হয়।

পরদিন সকালে দালালরা বিষয়টি ধামাচাপা দিতে আরও ৬০ হাজার টাকা দাবি করে এবং টাকা না দিলে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেওয়ার হুমকি দেয়। দালালদের এই অত্যাচারে আতঙ্কিত হয়ে মহিলারা নিজেরাই বিএসএফ-এর কাছে গিয়ে ধরা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

সরকারি আইনজীবী মৃগাঙ্ক সেনগুপ্ত জানান, এক নাবালিকা সহ তিন বাংলাদেশি মহিলাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

তাঁদের অবৈধভাবে পারাপারে সাহায্য করার অভিযোগে দুই ভারতীয় দালালের বিরুদ্ধেও মামলা রুজু করেছে বিএসএফ।

হাসপাতালেই পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: ৩ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার মাধ্যমিক পরীক্ষার দ্বিতীয় দিনে হাসপাতালের বেডে বসেই ইংরেজি পরীক্ষা দিল দিনহাটার বাসন্তীর হাট কুমুদিনী হাই স্কুলের ছাত্রী রিমিকা পারভিন। এদিন পরীক্ষা দিতে যাওয়ার আগে অসুস্থ হয়ে পড়ে সেই পরীক্ষার্থী। পরিবারের সদস্যরা তড়িঘড়ি তাকে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেন। পরীক্ষার কেন্দ্র ছিল বুড়িরহাট হাই স্কুলে। খবর পেয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষার মহকুমা কনভেনার শিক্ষক দিনেশচন্দ্র রায় সহ অন্যান্য শিক্ষকরা হাসপাতালে পৌঁছান। প্রাথমিক চিকিৎসার পর হাসপাতালেই তার পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।

সাইকেল ছিনতাইয়ের অভিযোগে ধৃত

নিজস্ব প্রতিবেদন

দিনহাটা: স্কুল পড়ুয়ার কাছ থেকে রাজ্য সরকারের 'সবুজ সাথী' প্রকল্পের সাইকেল ছিনতাইয়ের অভিযোগে এক যুবককে পাকড়াও করে পুলিশের হাতে তুলে দিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। গত ৪ ফেব্রুয়ারি বুধবার দিনহাটা ২ নম্বর ব্লকের বামনহাট ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত দক্ষিণ লাউচাপরা কাশিয়াবাড়ী এলাকায় এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। এদিন ওই এলাকার এক স্কুল পড়ুয়া 'সবুজ সাথী'-র সাইকেল নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়। সেই সময় অভিযুক্ত যুবক আচমকাই তাকে ভয় দেখিয়ে সাইকেলটি কেড়ে নেয় বলে অভিযোগ। ঘটনায় আতঙ্কিত পড়ুয়া কান্নায় ভেঙে পড়লে তার চিৎকারে আশপাশের মানুষ ছুটে আসেন। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে অভিযুক্ত যুবক সাইকেল ফেলে পালানোর চেষ্টা করে। তবে ঘটনাস্থল থেকে কিছুটা দূরে গিয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা তাকে ধরে ফেলেন। এরপর ক্ষুব্ধ জনতা অভিযুক্তকে আটকে রেখে সাহেবগঞ্জ থানায় খবর দেন। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

জলপাইগুড়ি পাবে উন্নত সিন্থেটিক ট্র্যাক

নিজস্ব প্রতিবেদন

জলপাইগুড়ি: উত্তরবঙ্গের ক্রীড়া মানচিত্রে এক নয়া ইতিহাস রচিত হতে চলেছে। কলকাতার সল্টলেকের পর এবার জলপাইগুড়ির বিশ্ব বাংলা ক্রীড়াঙ্গনে শুরু হলো আন্তর্জাতিক স্তরের সিন্থেটিক ট্র্যাক নির্মাণের কাজ। মঙ্গলবার, ৩ ফেব্রুয়ারি দিল্লি থেকে ভার্চুয়ালি এই প্রকল্পের শুভ সূচনা করেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী ডঃ মনসুখ মাণ্ডব্য। 'স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া' বা সাই-এর তত্ত্বাবধানে প্রায় ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে এই অত্যাধুনিক ট্র্যাকটি তৈরি করা হচ্ছে।

এশিয়াডে সোনাজয়ী অ্যাথলিট স্বপ্না বর্মন থেকে শুরু করে প্রাক্তন অ্যাথলিট উজ্জ্বল দাস চৌধুরী, সকলেই এই উদ্যোগে উচ্ছ্বসিত। স্বপ্না জানান, উত্তরবঙ্গে একটি সিন্থেটিক ট্র্যাকের প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি বারবার বিভিন্ন মহলে জানিয়েছেন। এতদিন যথাযথ পরিকাঠামোর অভাবে জলপাইগুড়ির প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের ঘাসের মাঠেই অনুশীলন সারতে হতো অথবা পাড়ি দিতে হতো কলকাতা বা ভিনরাজ্যে। এবার ঘরের মাঠেই মিলবে বিশ্বমানের সুযোগ-সুবিধা।

জলপাইগুড়ি সাই ট্রেনিং সেন্টারের ইনচার্জ ওয়াসিম আহমেদ জানিয়েছেন, 'স্যান্ডউইচ' নিয়ম মেনে মোট ৪টি স্তরে এই ৮ লেনের সিন্থেটিক ট্র্যাকটি তৈরি হচ্ছে। 'ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড' মডেলে তৈরি এই মাঠে দৌড়ের পাশাপাশি হাই জাম্প, লং জাম্প, পোল ভল্ট, জ্যাভলিন ও ডিসকাস থ্রো-সহ অ্যাথলেটিকসের সমস্ত ইভেন্টের সুযোগ থাকবে। আগামী তিন মাসের মধ্যেই কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।

জলপাইগুড়ির সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত রায়ের মতে, এই ট্র্যাকটি চালু হলে উত্তরবঙ্গের নবীন প্রজন্মের অ্যাথলিটরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার জন্য নিজেদের তৈরি করার আদর্শ মঞ্চ পাবেন। এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জলপাইগুড়ির পাশাপাশি দেশের আরও সাতটি জায়গায় সিন্থেটিক ট্র্যাকের কাজের সূচনা করেন। এই পরিকাঠামো উত্তরবঙ্গ থেকে আরও বেশি সংখ্যায় স্বপ্না বর্মন বা হরিশংকর রায়ের মতো তারকা তুলে আনতে সাহায্য করবে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

উত্তরবঙ্গে লাল-হলুদ পাঠশালার যাত্রা শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন

শিলিগুড়ি: ফুটবলার হওয়ার স্বপ্ন দেখা সহজ, কিন্তু সেই স্বপ্ন ছোঁয়ার রাস্তাটা যে কতটা কণ্টকাকীর্ণ, তা নিজের জীবন দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন ভারতীয় দলের প্রাক্তন ফুটবলার সঞ্জু প্রধান। শিলিগুড়ির দুন হেরিটেজ স্কুলে 'ইস্টবেঙ্গল স্কুল অফ এক্সেলেন্স'-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনে এসে এক আবেগঘন স্মৃতিচারণা করেন তিনি। সিকিমের এক সাধারণ পান বিক্রেতার ছেলে সঞ্জু জানান, ছোটবেলায় নতুন বুট কেনার সামর্থ্য ছিল না বাবার। বাঁ পায়ের বুট ছিঁড়ে গেলে উপায় না দেখে দুই পায়েই ডান পায়ের বুট পরে খেলতে নেমে পড়তেন তিনি। অভাবের সঙ্গে সেই লড়াই আর অদম্য জেদই তাঁকে পরবর্তীকালে ইস্টবেঙ্গল ও জাতীয় দলের জার্সিতে সফল করেছিল।

উত্তরবঙ্গে এই প্রথমবার একদমগোড়ারথেকে ফুটবলার তৈরির লক্ষ্যে পা রাখল ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। ক্লাবের সচিব রূপক সাহা জানান, গ্রাসরুট ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের আওতায় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের মতো শিলিগুড়িতেও এই উৎকর্ষ কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। এখানে প্রশিক্ষণের দায়িত্বে থাকবেন লাইসেন্সপ্রাপ্ত স্থানীয় কোচেরা, তবে তদারকি করতে মাঝেমধ্যেই আসবেন ভাস্কর গঙ্গোপাধ্যায় বা বিকাশ পাঁজির মতো প্রাক্তনীরা। এমনকি এখান থেকে বাছাই করা প্রতিভাদের কলকাতার মূল ক্লাবে অনুশীলনের সুযোগ দেওয়া হবে বলেও তিনি আশ্বস্ত করেন।

দুন হেরিটেজ স্কুলের অধিকর্তা শিবম ভট্টাচার্যর লক্ষ্য আরও সুদূরপ্রসারী। ইতিমধ্যে তাঁর স্কুলের মেয়েরা স্থানীয় স্তরে সাফল্যের নজির গড়েছে। এবার ইস্টবেঙ্গলের প্রযুক্তিগত সহায়তায় পাহাড় ও সমতলের ফুটবল প্রতিভাদের আইএসএল বা জাতীয় দলের মঞ্চে পৌঁছে দিতে চান তিনি। আগামী এপ্রিল মাস থেকে এই ফুটবল স্কুলের পথ চলা শুরু হবে। তার আগে সিকিম ও কার্সিয়াংয়ে বড়সড় ট্রায়ালের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। শিলিগুড়ির লাল-হলুদ সমর্থকদের উপস্থিতিতে এই উদ্বোধন যেন উত্তরবঙ্গের কাছে এক নতুন আশার আলো।

প্রীতিকার দৌলতে ফাইনালে দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন

শিলিগুড়ি: মাধ্যমিক পরীক্ষার পড়ার টেবিল ছেড়ে মাঠের ঘাসে দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন উত্তরবঙ্গের অদম্য ফুটবলার প্রীতিকা বর্মন। তাঁর অসামান্য ক্রীড়াশৈলীতে ভর করেই অনুর্ধ্ব-১৯ সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে জায়গা করে নিল ভারতীয় দল। বুধবার, ৪ ফেব্রুয়ারি, গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে ভুটানকে ৮-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে ভারত, যেখানে প্রীতিকার পা থেকে এসেছে দুটি দর্শনীয় গোল। ম্যাচের সেরার পুরস্কার হাতে উঠলেও প্রীতিকার মনে রয়ে গেছে কিছু গোল মিসের আফসোস।

একদিকে সমবয়সী বন্ধুরা যখন মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে ব্যস্ত, প্রীতিকার তখন পাখির চোখ ভারতের জার্সিতে শিরোপা জয়। দেশের হয়ে খেলার টানে চলতি বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষা বিসর্জন দিলেও তা নিয়ে বিন্দুমাত্র অনুশোচনা নেই তাঁর। প্রীতিকার সাফ কথা, "মাধ্যমিক পরীক্ষা সামনের বছর দেব, এখন মূল লক্ষ্য ফাইনালে বাংলাদেশকে

হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়া।"

তবে মেয়ের সাফল্যে উচ্ছ্বাসের চেয়েও শাসন বেশি প্রাধান্য পেয়েছে বাবা কাশীনাথ সর্দারের কাছে। মেয়ের পারফরম্যান্সে পুরোপুরি সন্তুষ্ট নন তিনি। তাঁর মতে, প্রীতিকা অনেক সহজ সুযোগ নষ্ট করেছে এবং বড্ড বেশি সময় বল পায়ে রাখছে। এই খামতিগুলোর জন্যই ফোনের ওপার থেকে মেয়েকে কড়া শাসন করেছেন তিনি। প্রীতিকা নিজেও মেনে নিয়েছেন বাবার এই অনুযোগ। আসলে বাবার হাত ধরেই ফুটবল মাঠে হাতেখড়ি তাঁর; বাবা চাইতেন মেয়ে বড় ফুটবলার হয়ে দেশের নাম উজ্জ্বল করুক। সেই স্বপ্ন পূরণ করতে পেরে প্রীতিকা খুশি হলেও বাবার নিখুঁত খেলার প্রত্যাশা তাঁকে আরও তাতিয়ে দিচ্ছে।

শনিবার, ৭ ফেব্রুয়ারি সাফের ফাইনালে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে মাঠে নামছে ভারত, আর সেখানে প্রীতিকাই হতে চলেছেন ভারতের তুরুপের তাস। উত্তরবঙ্গের এই কিশোরীর লড়াই প্রমাণ করে দিচ্ছে যে, খেলার মাঠ হোক বা জীবন, লক্ষ্য স্থির থাকলে বড় কোনো ত্যাগই বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। এখন গোটা দেশের নজর শনিবারের দিকে।

সুপার এইটে জয় জেএমএসের

নিজস্ব প্রতিবেদন

জলপাইগুড়ি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার আয়োজিত প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগের সুপার এইট পর্বের ম্যাচে পান্ডাপাড়া বয়েজ ক্লাবকে ৪ উইকেটে পরাজিত করল জেএমএস। টসে হেরে পান্ডাপাড়া বয়েজ ক্লাব ২৭ ওভারে ১৪০ রানেই গুটিয়ে যায়। দলের হয়ে অনিরুদ্ধ ভট্টাচার্য সর্বাধিক ৪৪ রান করেন। জবাবে ৬০ রান তুলে জেএমএসের জয় নিশ্চিত করে বিকি সিং।

বডি বিল্ডিংয়ে রাজুর রুপো জয়

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: ডুয়ার্স বডি বিল্ডিং প্রতিযোগিতায় ৫৫ কেজি বিভাগে রুপো পদক জিতলেন কোচবিহারের রাজু সূত্রধর। গত ১ ফেব্রুয়ারি রবিবার জয়গাঁয় আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় ভালো পারফরম্যান্সের মাধ্যমে বিচারকদের নজর কাড়েন রাজু। ৫৫ কেজি বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেন তিনি। তাঁর এই সাফল্যে খুশি কোচ সুরজিৎ রায়।

ঝংকারের জিত

নিজস্ব প্রতিবেদন

মালদা: গত ২ ফেব্রুয়ারি সোমবার মালদা সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগের প্রথম ম্যাচেই দাপট দেখাল মালদা ঝংকার ক্লাব। প্রকাশ স্মৃতি সংঘকে ১৮ রানে পরাজিত করে জয় ছিনিয়ে নিল ঝংকার।

টসে জিতে ঝংকার ক্লাব নির্ধারিত ৪০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ১৯৭ রান তোলে। দলের পক্ষে দুর্দান্ত ইনিংস খেলে ৮৪ রান তোলেন রুদ্রপ্রতাপ রায়। পাল্টা ১৭৯ রানে অল আউট হয়ে যায় প্রকাশ স্মৃতি সংঘ। ম্যাচের সেরা প্লেয়ার ঝংকারের সৌরভ লাহা।

সুপার ডিভিশন লিগে জয়ী তরুণ দল

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: গত ৩০ জানুয়ারি শুক্রবার অভিনন্দন রেডিমেড গার্মেন্টস সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে তুফানগঞ্জ মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার বিরুদ্ধে জয় ছিনিয়ে নিল হাজরাপাড়া তরুণ দল। টস জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় হাজরাপাড়া তরুণ। নির্ধারিত ৩১ ওভারে মাত্র ৪ উইকেট হারিয়ে তারা ৩২১ রান তোলে। ইনিংসের সেরা পারফর্মার কৌশিক সরকার। ব্যাট হাতে মাত্র ৮৬ বলে ১৪৪ রানের ইনিংস তোলেন তিনি। অন্যদিকে, তুফানগঞ্জ মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার বোলারদের মধ্যে দেব সাহা ৭ ওভার বল করে ৪৬ রানে ১টি উইকেট তোলেন। হাজরাপাড়া দলের ধারালো বোলিং আক্রমণের সামনে একের পর এক উইকেট হারাতে থাকে তুফানগঞ্জ মহকুমা ক্রীড়া সংস্থা। শেষপর্যন্ত ২৪.৪ ওভারে মাত্র ৯১ রানে গুটিয়ে যায় পুরো দল। দলের পক্ষে সর্বোচ্চ রান করেন অমৃতা দাস। তিনি ২৫ বলে ৪০ রান তোলেন।

বোলিংয়ে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেন পার্থ বর্মন। দুর্দান্ত লাইন-লেংথে বোলিং করে তিনি ৩.৪ ওভারে ২টি মেডেন সহ মাত্র ১ রান দিয়ে ৪টি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট দখল করেন। সবমিলিয়ে, হাজরাপাড়া তরুণ দল ২৩০ রানের বিশাল ব্যবধানে জয়লাভ করে। দুরন্ত শতরানের ইনিংসের সুবাদে ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় হন কৌশিক সরকার।

সেরা বীরপাড়া

নিজস্ব প্রতিবেদন

আলিপুরদুয়ার: গত ২ ফেব্রুয়ারি জংশনের আলিপুরদুয়ার ইউনাইটেড আয়োজিত ৮ দলীয় উইন্টার টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় জয়ী হল বীরপাড়া জুবিলি ক্লাব। রেল ইনস্টিটিউট মাঠে আয়োজিত ফাইনালে তারা ৮ উইকেটে পরাজিত করে ঘর সংসারকে। ঘর সংসার ১৯.১ ওভারে ১৭২ রানে অল আউট হয়ে যায়। দলের হয়ে হেমাংশু সিং সর্বাধিক ৫০ রান করেন। বোলিংয়ে জুবিলি ক্লাবের সমশের ও সুমিত ৩ উইকেট নেন। বীরপাড়া জুবিলি ক্লাব মাত্র ১৬ ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে ১৭৬ রান তোলে। দিবাকর ৭১ রানে অপরাজিত থাকেন। ঘর সংসারের বৈভব ও রাজু একটি করে উইকেট নেন। সেরা ব্যাটার হেমাংশু সিং ও সেরা বোলার বিকি রবিদাস। ম্যান অফ দ্য ম্যাচ সাগর রায়।

জমজমাট বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিবেদন

ভেটাগুড়ি: গত ৩০ জানুয়ারি শুক্রবার ভেটাগুড়ি লাল বাহাদুর শাস্ত্রী বিদ্যাপীঠে হয়ে গেল ৫৪তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। বিদ্যালয়ের ক্রীড়া প্রাঙ্গণে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় ছাত্রছাত্রীদের ব্যাপক অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের পরিবেশনায় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপস্থিত দর্শকদের মন কেড়ে নেয়। নৃত্য, ব্যায়াম ও দলগত প্রদর্শনীর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের প্রতিভার পরিচয় দেয়।

অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল ছাত্রছাত্রীদের যোগাসন ও ক্যারাটে প্রদর্শনী। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুশান্ত কুমার রায় বলেন, পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে খেলাধুলা ও শরীরচর্চা শিক্ষার্থীদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

এমজেএন ক্লাবের দাপুটে জয়

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: গত ৩১ জানুয়ারি শনিবার ক্রিকেট লিগের ম্যাচে ১২৭ রানের ব্যবধানে নিউটাউন ইউনিটকে পরাজিত করেছে এমজেএন ক্লাব।

টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় এমজেএন ক্লাব। নির্ধারিত ৪০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে তারা ২০৬ রান তোলে। দলের তরফে দুর্দান্ত ব্যাটিং করে ৬৮ বলে ৯৯ রান তোলেন রাহুল সাঁ। নিউটাউন ইউনিটের হয়ে দারুণ বোলিং করেন সমীর দত্ত। তিনি ৮ ওভার বল করে মাত্র ২৯ রান দিয়ে ৩টি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট তোলেন। নিউটাউন, এম জে এন ক্লাবের বোলিংয়ের সামনে টিকতে পারেনি। মাত্র ২২.২ ওভারে সবকটি উইকেট হারায়। দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ১৮ রান করেন সায়ন দেব।

এমজেএন ক্লাবের হয়ে বোলিংয়ে অরিন্দম সেন ১.৫ ওভার বল করে ২টি উইকেট তুলে নেন। ফলে ১২৭ রানের ব্যবধানে জয় পায় এমজেএন ক্লাব। ম্যান অব দ্য ম্যাচ রাহুল সাঁ।

গুড গেমসের অ্যাম্বাসেডর সামান্থা ও ঋষভ

কলকাতা: ভারতে প্রথম লাইভ গেমিং রিয়েলিটি শো 'গুড গেম' তার আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করার ঘোষণা করেছে, যার গ্লোবাল ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে অভিনেত্রী সামান্থা রুথ পাভু, ক্রিকেট তারকা ঋষভ পান্ত ও গেমিং কন্টেন্ট ক্রিয়েটর উজ্জ্বল চৌরাসিয়াকে দেখা যাবে।

শো-টিতে এক কোটি ভারতীয় রুপি (১০০,০০০ মার্কিন ডলার) এর একটি উল্লেখযোগ্য পুরস্কারের এবং বিশ্ব মঞ্চে ভারতকে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ দেওয়া হবে। এমনকি, তারা প্রতি বছর ১০০ কোটি রুপি বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। এর পাশাপাশি, এটি ভারতে কমপক্ষে ৫০ কোটি তরুণ দর্শকের কাছে পৌঁছানোর এবং বিভিন্ন ব্র্যান্ডের সাথে অংশীদারিত্ব ও স্পনসরশিপ অর্জনের প্রচেষ্টা করবে।

এটি প্রতিযোগীদের গেমিং দক্ষতা, সৃজনশীলতা, পর্দায় উপস্থিতি এবং চাপের মুখে পারফরম্যান্সের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ জানায়। বর্তমানে, পেশাদার ও অপেশাদার গেমার, কন্টেন্ট ক্রিয়েটর এবং পারফর্মার উভয়ের জন্যই অডিশন খোলা রয়েছে। ১৮ বছরের বেশি বয়সী যেকোনো ভারতীয় নাগরিক এতে অংশ নিতে পারবেন।

প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত অংশগ্রহণকারীদের ১৪ ও ১৫ ফেব্রুয়ারি মুম্বাইতে এবং ২৮ ফেব্রুয়ারি ও ১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে দিল্লিতে সরাসরি অডিশনের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে। আবেদন করতে ভিজিট করুন: https://www.goodgame-show.tv/india-audition-application।

উদ্বোধনের বিষয়ে মন্তব্য করে গুড গেমের প্রতিষ্ঠাতা রাই ককফিল্ড বলেন, "আমাদের 'গুড গেম' সারা ভারতের প্রতিভাদের বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি এবং আজীবন সুযোগের পথ তৈরি করতে সাহায্য করবে, যা তাদের জীবন ও কর্মজীবনের ব্যাপকভাবে পরিবর্তন ঘটাবে।"

স্বাস্থ্য রক্ষায় লবণ বিকল্পের ভূমিকা প্রচারে হু

শিলিগুড়ি/মালদা: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) সম্প্রতি লবণের ব্যবহার কমাতে এবং উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি এড়াতে সাধারণ টেবিল সল্টের পরিবর্তে কম-সোডিয়ামযুক্ত লবণের বিকল্প (এলএসএসএস) ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। সংস্থার মতে, অতিরিক্ত সোডিয়াম গ্রহণের ফলে প্রতি বছর বিশ্বে প্রায় ১৯ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়।

বর্তমানে বিশ্বব্যাপী দৈনিক সোডিয়াম গ্রহণের গড় পরিমাণ ৪.৩ গ্রাম, যা হু-র নির্ধারিত ২ গ্রামের লক্ষ্যমাত্রার দ্বিগুণেরও বেশি। ২০৩০ সালের মধ্যে সোডিয়াম গ্রহণ ৩০ শতাংশ কমানোর লক্ষ্যে এই নতুন নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে, যা বিশেষত হৃদরোগ ও স্ট্রোকের ঝুঁকি কমাতে সহায়ক হবে।

লো-সোডিয়াম লবণ মূলত সোডিয়াম ক্লোরাইডের একটি অংশ পটাশিয়াম ক্লোরাইড দ্বারা প্রতিস্থাপন করে তৈরি করা হয়, যা স্বাদে খুব একটা পরিবর্তন না এনেই রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। তবে পটাশিয়াম-যুক্ত এই লবণ কিডনির সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে, তাই এটি ব্যবহারের আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি। অন্যদিকে, সাধারণ আয়োডিনযুক্ত লবণ এবং লবণের বিকল্পের মধ্যে মূল পার্থক্য হলো তাদের উদ্দেশ্য।

লবণের বিকল্প যেখানে সোডিয়াম কমায়, সেখানে আয়োডিনযুক্ত লবণ থাইরয়েড ও শিশুদের মানসিক বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় আয়োডিনের অভাব পূরণ করে। ভারতে আয়োডিনের ঘাটতি দূর করতে ১৯৮৩ সাল থেকে টাটা সল্ট অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। ভারতের প্রথম জাতীয় ব্র্যান্ড হিসেবে টাটা সল্ট প্রতিটি ঘরে মানসম্মত আয়োডিনযুক্ত লবণ পৌঁছে দিয়ে জনস্বাস্থ্য রক্ষায় এক বিপ্লব ঘটিয়েছে।

তবে বর্তমানে স্বাস্থ্য সচেতনতার যুগে আয়োডিন ও কম সোডিয়ামের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা অপরিহার্য। একটি স্বাস্থ্যকর জীবনধারার জন্য লবণের পরিমিত ব্যবহার এবং সঠিক ধরণের লবণ নির্বাচনই আগামীর সুস্থ ভারতের চাবিকাঠি।

সেনকো-র ১০০ স্টোরে আইএজিএস স্বীকৃতি লাভ

কলকাতা : সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস ভারতের অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি রিটেইল চেইন হিসেবে তাদের ১০০টিরও বেশি স্টোরে আইএজিএস স্বীকৃতি লাভ করেছে। এই স্বীকৃতি সেনকোর নৈতিক, স্বচ্ছ এবং বিশ্বস্ত ব্যবসায়িক পদ্ধতির প্রতি দায়বদ্ধতাকে আরও একবার প্রমাণ করল। গত আট দশকেরও বেশি সময় ধরে সোনা, হীরা, প্ল্যাটিনাম এবং রূপার গহনার কারুকার্য ও ঐতিহ্যে সেনকো ভারতের জুয়েলারি খাতে একটি অত্যন্ত পরিচিত নাম।

ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর গোল্ড এক্সিলেন্স অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস হলো একটি স্ব-নিয়ন্ত্রক সংস্থা (এসআরও), যা ভারতের স্বর্ণ শিল্পের মানোন্নয়ন এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে কাজ করে। এর কঠোর আচরণবিধি বা 'কোড অফ কন্ডাক্ট' সোনা আমদানিকারক থেকে শুরু করে খুচরা বিক্রেতা পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বজায় রাখে। সেনকোর এমডি এবং সিইও শুভঙ্কর সেন বলেন, "ভারতীয় স্বর্ণ শিল্প যখন আরও বেশি ফর্মালিটির দিকে এগোচ্ছে, তখন আইএজিএস-এর মতো কাঠামো গ্রাহকদের আস্থা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিআইএস এবং আরজেসি-র মতো বৈশ্বিক ও জাতীয় মানের সঙ্গে আমাদের দীর্ঘদিনের সম্পৃক্ততা আইএজিএস গ্রহণে আমাদের উদ্বুদ্ধ করেছে।"

এই স্বীকৃতির আওতায় কাঁচামাল সংগ্রহ থেকে শুরু করে শোরুমের কাজ পর্যন্ত প্রতিটি ধাপ তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে নিরীক্ষণ করা হয়। গ্রাহকরা যখন সেনকো থেকে গয়না কিনবেন, তখন তারা এর বিশুদ্ধতা ও স্বচ্ছ দাম নিয়ে নিশ্চিত থাকতে পারেন। আইএজিএস-এর সিইও কৌশলেন্দ্র সিনহা সেনকোর এই পদক্ষেপ নিয়ে বলেন, এটি পুরো শিল্পের জন্য একটি ইতিবাচক বার্তা। বর্তমানে আইএজিএস দেশজুড়ে '#PehlaCheck-IAGES' নামক একটি প্রচারণা চালাচ্ছে, যা গ্রাহকদের সোনা কেনার আগে শোরুমের স্বীকৃতি যাচাই করার পরামর্শ দেয়। গ্রাহকরা আরও তথ্যের জন্য www.iages.com ভিজিট করতে পারেন।

ভারতের প্রথম 'পিএম ই-ড্রাইভ' সার্টিফায়েড ই-ট্রাক সরবরাহ মন্ট্রার

কলকাতা: মুরুগাপ্পা গ্রুপের অংশ মন্ট্রা ইলেকট্রিক, ভারত সরকারের 'পিএম ই-ড্রাইভ' প্রকল্পের অধীনে দেশের প্রথম ভারী বৈদ্যুতিক ট্রাক প্রস্তুতকারক হিসেবে সার্টিফিকেশন পেয়ে ভারতের ক্লিন মবিলিটি যাত্রায় এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক অর্জন করেছে। এই সাফল্যকে স্মরণীয় করে রাখতে কোম্পানিটি ভারতের বৃহত্তম সিমেন্ট এবং রেডি-মিক্স কংক্রিট প্রস্তুতকারক সংস্থা আলট্রা টেক সিমেন্ট লিমিটেডকে দেশের প্রথম পিএম ই-ড্রাইভ–সার্টিফায়েড ভারী বৈদ্যুতিক ট্রাক, রাইনো ৫৫৩৮ ইভি ৬x৪ ট্রাক্টর ট্রেলার সরবরাহ করেছে, যা বৈদ্যুতিক যানবাহনের প্রবৃদ্ধিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যায়।

মন্ট্রা ইলেকট্রিক-এর চেয়ারম্যান শ্রী অরুণ মুরুগাপ্পান, মন্ট্রা ইলেকট্রিক (টিআই ক্লিন মবিলিটি)-এর এমডি জলজ গুপ্ত এবং আলট্রাটেক সিমেন্ট লিমিটেডের চিফ প্রকিউরমেন্ট অফিসার শ্রী সাথিয়া রাজের উপস্থিতিতে এই মাইলফলকটি উদযাপন করা হয়। এই পদক্ষেপটি বৈদ্যুতিকীকরণের ব্যবসায়িক দিকটিকে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করার মাধ্যমে ভারতের লজিস্টিকস, মাইনিং (খনি), পরিকাঠামো এবং উৎপাদন খাত জুড়ে ভারী বৈদ্যুতিক ট্রাকের ব্যবহারকে ত্বরান্বিত করবে বলে আশা করা হচ্ছে। পারফরম্যান্স, আপটাইম বা অর্থনীতির সঙ্গে আপস না করেই বড় বড় ফ্লিট অপারেটর এবং শিল্প গ্রাহকদের প্রচলিত জ্বালানি থেকে সরে আসার সুযোগ করে দেওয়ার মাধ্যমে, এই শংসার্টিফিকেশন আরও পরিচ্ছন্ন, দক্ষ এবং ভবিষ্যতের উপযোগী পণ্য পরিবহনের দিকে একটি সমাধানরূপী পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। শ্রী অরুণ মুরুগাপ্পান পতাকা নেড়ে প্রথম পিএম ই-ড্রাইভ–সার্টিফায়েড রাইনো ৫৫৩৮ ইভি ট্রাকের যাত্রা শুরু করেন এবং আলট্রাটেক-এর হাতে সেটি তুলে দেওয়া হয়।

১০,৯০০ কোটি টাকার পিএম ই-ড্রাইভ প্রকল্পে ই-ট্রাকের জন্য ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, যার ফলে রাইনো ৫৫৩৮ ইভি-এর ক্ষেত্রে প্রতিটি যানবাহনের গ্রাহকরা সরাসরি ৯.৬ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সুবিধা বা ভর্তুকি পাবেন। এই ইনসেনটিভ বা আকর্ষণীয় সুবিধাটি পরিচালনার খরচ কমিয়ে, জ্বালানির দামের হেরফের হওয়ার ঝুঁকি কমিয়ে দেয় এবং স্থিতিশীলতা ও নির্গমন নীতি মেনে চলতে সাহায্য করার মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদী ফ্লিট ইকোনমিক্স বা বাণিজ্যিক ব্যবস্থাকে উন্নত করে।

ইয়ামাহা ১২৫ সিসি স্কুটার প্রত্যাহার

কলকাতা : নিরাপদ এবং উন্নত মানের পণ্য সরবরাহের অঙ্গীকার নিতে ইন্ডিয়া ইয়ামাহা মোটর প্রাইভেট লিমিটেড অবিলম্বে ৩,০৬,৬৩৫টি ১২৫ সিসি স্কুটার মডেলের জন্য একটি সেচ্ছায় প্রত্যাহারের প্রচার অভিযান শুরু করেছে। এই স্কুটারগুলো ২ মে, ২০২৪ থেকে ৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৫-এর মধ্যে তৈরি করা হয়েছে। গ্রাহকদের নিরাপত্তাই ইয়ামাহার কাছে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।

নির্দিষ্ট কিছু রে জেড আর ১২৫ ফাই হাইব্রিড এবং ফাসিনো ১২৫ ফাই হাইব্রিড স্কুটার মডেলে একটি সম্ভাব্য ত্রুটি শনাক্ত করার পর এই সেচ্ছায় প্রত্যাহারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। দেখা গিয়েছে, বিশেষ কিছু পরিচালন পরিস্থিতিতে ফ্রন্ট ব্রেক ক্যালিপারের কার্যকারিতা সীমিত হয়ে পড়তে পারে। এই অভিযানের আওতায় থাকা সমস্ত যানবাহনের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পার্টসটি বিনামূল্যে পালটে দেওয়া হবে। আপনার যানবাহনটি এই সেচ্ছায় প্রত্যাহারের আওতায় রয়েছে কি না তা যাচাই করতে গ্রাহকরা ইন্ডিয়া ইয়ামাহা মোটরের ওয়েবসাইটে (https://www.yamaha-motor-india.com/) 'সার্ভিস' বিভাগে যাবেন। 'মেইনটেনেন্স'-এর অধীনে 'ভলানটারি রিকল মুভমেন্ট'-এ ক্লিক করে 'স্কুটার ১২৫' সেকশনে গিয়ে চেসিস নম্বর দিলে পরবর্তী পদক্ষেপ ও তথ্য জানা যাবে। গ্রাহকরা তাদের কাছের অনুমোদিত ইয়ামাহা শোরুমে যোগাযোগ করতে পারেন অথবা ইন্ডিয়া ইয়ামাহা মোটরের টোল-ফ্রি নম্বর ১৮০০-৪২০-১৬০০-এ কল করতে পারেন বা ইমেইল করতে পারেন yes@yamaha-motor-india.com ঠিকানায়।

কোটাকের আর্থিক ফলাফল ঘোষণা

কলকাতা: কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাংক ২০২৫ সালের ৩১ ডিসেম্বরে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের আর্থিক ফলাফল ঘোষণা করেছে। এই ত্রৈমাসিকে ব্যাংকের কনসোলিডেটেড পিএটি গত বছরের তুলনায় ৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৪,৯২৪ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। পাশাপাশি, এককভাবে ব্যাংকের নিট মুনাফা ৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৩,৪৪৬ কোটি টাকায়। নতুন লেবার কোড বা শ্রম বিধির কারণে কিছু অতিরিক্ত ব্যয় সত্ত্বেও ব্যাংকের এই ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি ব্যবসায়িক সক্ষমতার প্রতিফলন দর্শায়। ব্যাংকের ব্যবসায়িক পরিকাঠামোয় আমানত এবং ঋণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি লক্ষ্য করা গিয়েছে। গত বছরের তুলনায় ব্যাঙ্কের মোট আমানত ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৫,৪২,৬৩৮ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে এবং নেট অ্যাডভান্স বা ঋণের পরিমাণ ১৬ শতাংশ বেড়ে হয়েছে ৪,৮০,৬৭৩ কোটি টাকা। ব্যাংকের অ্যাসেট আন্ডার ম্যানেজমেন্ট এবং মিউচুয়াল ফান্ড ব্যবসাতেও ১৫ শতাংশ থেকে ২০ শতাংশ পর্যন্ত প্রবৃদ্ধি দেখা গিয়েছে। কোটাক সিকিউরিটিজ, কোটাক প্রাইম এবং কোটাক লাইফ ইন্স্যুরেন্সের মতো সহযোগী সংস্থাগুলোও সামগ্রিক মুনাফায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। সম্পদের গুণমান বা অ্যাসেট কোয়ালিটির ক্ষেত্রেও ব্যাংক যথেষ্ট স্থিতিশীল। ব্যাংকের গ্রস এনপিএ গত বছরের ১.৫০ শতাংশ থেকে কমে ১.৩০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে এবং নিট এনপিএ কমে হয়েছে মাত্র ০.৩১ শতাংশ। বর্তমানে ব্যাংকের গ্রাহক সংখ্যা ৫.১ কোটিতে পৌঁছেছে এবং দেশজুড়ে ২,২১৮টি শাখা ও ২,৭৪৯টি এটিএম-এর মাধ্যমে পরিষেবা প্রদান করছে। অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি এবং ডিজিটাল ব্যাংকিংয়ের প্রসারের মাধ্যমে কোটাক মাহিন্দ্রা গ্রুপ তাদের শীর্ষস্থানীয় অবস্থান আরও সুদৃঢ় করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

মেন'স ওয়ার্ল্ড কাপে চমক দেবে এক্সক্লুসিভ ম্যারিয়ট বনভয় মোমেন্টস

কলকাতা: ম্যারিয়ট ইন্টারন্যাশনালের পুরস্কার বিজয়ী ট্রাভেল প্ল্যাটফর্ম 'ম্যারিয়ট বনভয়' আসন্ন আইসিসি মেন'স টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০২৬ উপলক্ষে ক্রিকেট ভক্তদের জন্য এক অনন্য সুযোগ নিয়ে এসেছে। ভারত ও শ্রীলঙ্কায় আয়োজিত এই মেগা ইভেন্টকে ঘিরে সংস্থাটি তাদের সদস্যদের জন্য ৫০০টিরও বেশি এক্সক্লুসিভ 'ম্যারিয়ট বনভয় মোমেন্টস' ঘোষণা করেছে।

আইসিসি-র সঙ্গে বিশ্বব্যাপী অংশীদারিত্বের অংশ হিসেবে এই বিশেষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ক্রিকেট প্রেমীরা মাঠের খুব কাছ থেকে খেলা দেখার এবং খেলোয়াড়দের সঙ্গে সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন।

এই উদ্যোগের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হলো 'ম্যারিয়ট বনভয় গোল্ডেন টিকিট'। এই টিকিটের মাধ্যমে দুইজন ভাগ্যবান সদস্য টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনাল ম্যাচ দেখার সুবর্ণ সুযোগ পাবেন। গোল্ডেন টিকিটের বিজয়ীরা শুধু সরাসরি খেলাই দেখবেন না, সেই সঙ্গে পাবেন প্রি-ম্যাচ নেটস সেশন দেখার সুযোগ, বিলাসবহুল ম্যারিয়ট হোটেলে থাকার ব্যবস্থা এবং বিশেষ স্পা সেশন। এই টিকিটের একটি পয়েন্টের মাধ্যমে বিড করে জেতা যাবে এবং অন্যটি বিশ্বব্যাপী একটি সুইপস্টেকের মাধ্যমে প্রদান করা হবে। যারা এখনও সদস্য নন, তারা বিনামূল্যে সাইন-আপ করে এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবেন।

ক্রিকেট অনুরাগীদের জন্য আরও একটি চমকপ্রদ অফার হলো '১-পয়েন্ট ড্রপ'। আগামী ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে ম্যারিয়ট বনভয় ওয়েবসাইটে মাত্র ১ পয়েন্টের বিনিময়ে ভারত বনাম পাকিস্তান ম্যাচের টিকিট জেতার ১০টি সুযোগ দেওয়া হবে। এছাড়াও শিশুদের জন্য রয়েছে 'অ্যান্থেম কিডস এক্সপেরিয়েন্স', যেখানে শিশুরা জাতীয় সংগীতের সময় প্রিয় খেলোয়াড়দের হাত ধরে মাঠে প্রবেশের এক অবিস্মরণীয় স্মৃতি তৈরি করতে পারবে। সদস্যদের জন্য প্রি-ম্যাচ ওয়ার্ম-আপ এবং আইসিসি ও ম্যারিয়ট হোস্ট করা প্রিমিয়াম হসপিটালিটি স্যুটে বসে খেলা দেখার বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

ম্যারিয়ট ইন্টারন্যাশনালের এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের চিফ কমার্শিয়াল অফিসার জন টুমি এই অংশীদারিত্বের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন যে, ম্যারিয়ট বনভয় মানুষকে তাদের প্রিয় জিনিসের কাছাকাছি আনতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই বিশ্বকাপের মাধ্যমে তাঁরা এমন কিছু মুহূর্ত উপহার দিতে চান যা খেলার শেষ বল হয়ে যাওয়ার পরেও ভক্তদের মনে অমলিন থাকবে। ভারত ও শ্রীলঙ্কায় ম্যারিয়ট হোটেলগুলোর মাধ্যমে তারা এই ক্রিকেট যাত্রাকে সদস্যদের জন্য এক আরামদায়ক এবং রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতায় রূপান্তরিত করতে প্রস্তুত।

উত্তর-পূর্ব ভারতে উপস্থিতি বাড়াচ্ছে স্পেকটা

শিলিগুড়ি: স্পেকটা কোয়ার্টজ সারফেসেস, ভারতের একটি অন্যতম বিলাসবহুল কোয়ার্টজ ব্র্যান্ড, পূর্ব ভারতের নির্মাণ ও বিল্ডিং উপকরণের বৃহত্তম আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী CONWOO শিলিগুড়ি ২০২৬-এ অংশগ্রহণ করে উত্তর-পূর্ব ভারতীয় বাজারে প্রবেশ করতে চলেছে। এই পদক্ষেপের সাহায্যে কোম্পানি দ্রুত বর্ধনশীল অঞ্চলের সাথে সংযোগ স্থাপন করে নিজেদের অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করে তুলবে, যেখানে প্রিমিয়াম উপকরণ এবং আধুনিক ডিজাইনের প্রবণতা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। বৈশ্বিক ডিজাইনের প্রভাব, নগরায়ণ এবং বিলাসবহুল আবাসন ও আতিথেয়তার চাহিদার কারণে উত্তর-পূর্ব ভারত প্রকৌশলগতভাবে তৈরি কোয়ার্টজ সারফেসের প্রতি ক্রমশ আগ্রহী হয়ে উঠছে। স্পেক্টা- এর মতে, প্রিমিয়াম কোয়ার্টজ সারফেসের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধির সাথে সাথে এই অঞ্চলটি তাদের প্রাথমিক বিক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রায় ৫% অবদান রাখবে। তাই, কোম্পানিটি CONWOO শিলিগুড়িতে তাদের প্রদর্শনীতে তাদের এক্স-এক্সেলেন্স সিরিজটি চালু করেছে, যেখানে তাদের জনপ্রিয় কালেকশন—মেভেন, অ্যালুরা, প্যাস্টেল পয়জ এবং অরা থেকে দশটি রঙ উপলব্ধ রয়েছে। উত্তর-পূর্ব ভারতের একটি প্রধান প্রবেশদ্বার হিসেবে শিলিগুড়ি দ্রুততার সাথে অবকাঠামোর দিক থেকে উন্নীত হচ্ছে, ফলে শহরটি ক্রমাগত পূর্ব ভারতের জন্য একটি শীর্ষস্থানীয় প্রবৃদ্ধিকেন্দ্রে রূপান্তর হচ্ছে। সম্প্রসারণ প্রসঙ্গে স্পেকটা কোয়ার্টজ সারফেসেস-এর প্রতিষ্ঠাতা অঙ্কিত জৈন বলেন, "এই CONWOO শিলিগুড়ির মাধ্যমে আমাদের এক্স-এক্সেলেন্স সিরিজের প্রবর্তন করতে পেরে অত্যন্ত খুশি, কারণ এই সিরিজটি এমন সারফেস প্রদর্শন করে যা কর্মক্ষমতার সাথে সমসাময়িক ডিজাইনকে একত্রিত করে, যা এই অঞ্চলের ক্রমবর্ধমান আকাঙ্ক্ষার জন্য সম্পূর্ণভাবেই উপযুক্ত।"

বেঙ্গালুরু আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী কেন্দ্রে প্রযুক্তিনির্ভর কৃষির নতুন দিগন্ত

কলকাতা: মেসে মুয়েনচেন ইন্ডিয়া এবং হর্টিকানেক্ট গ্লোবাল-এর যৌথ উদ্যোগে ২০২৬ সালের ১ থেকে ৩ অক্টোবর বেঙ্গালুরু আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী কেন্দ্রে (BIEC) অনুষ্ঠিত হতে চলেছে 'হর্টিকানেক্ট ইন্ডিয়া এক্সপো'। মূলত উদ্যানপালন বা হর্টিকালচারকে কেন্দ্র করে এই আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীটি শুরু হলেও, এবারের আসরে সামগ্রিক কৃষি খাতের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। গ্রিনহাউস প্রযুক্তি, নির্ভুল সেচ ব্যবস্থা এবং জলবায়ু-সহনশীল চাষাবাদের মতো আধুনিক পদ্ধতিগুলো এখন কেবল হর্টিকালচারে সীমাবদ্ধ নেই, বরং তা সাধারণ কৃষিকাজেও ব্যবহৃত হচ্ছে। এই রূপান্তরকে তুলে ধরতেই মেলাটি এক বিশাল পরিসরে আয়োজিত হচ্ছে, যা উদ্যানপালন এবং আধুনিক কৃষির মধ্যে একটি সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করবে।

এই প্রদর্শনীর মূল আকর্ষণ হবে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি জোন এবং লাইভ ডেমো। মেলায় উন্নত বীজ প্রযুক্তি, গ্রিনহাউস অটোমেশন এবং ফসল কাটার পরবর্তী ব্যবস্থাপনা (post-harvest management) নিয়ে কাজ করা দেশি-বিদেশি ব্র্যান্ডগুলো অংশ নেবে। কর্নাটক এবং দক্ষিণ ভারত যেহেতু উদ্যানপালন ও রপ্তানিমুখী উৎপাদনে শীর্ষস্থানে রয়েছে, তাই এই ইভেন্টটি ব্যবসায়ী ও কৃষকদের জন্য একটি বড় প্ল্যাটফর্ম হয়ে উঠবে। ব্যবসায়িক আলোচনার সুবিধার্থে এখানে একটি বিশেষ 'ভিজিটর কানেক্ট অ্যাপ' থাকবে, যার মাধ্যমে বিটুবি মিটিং এবং নতুন যোগাযোগ তৈরি করা সহজ হবে। এ ছাড়া, ভারতের এফপিও বা কৃষক উৎপাদক সংস্থাগুলোর উন্নয়ন এবং কৃষি-রপ্তানি বৃদ্ধির বিষয়েও এখানে বিশেষ আলোচনা করা হবে।

হর্টিকানেক্ট ইন্ডিয়ান এক্সপো ২০২৬ আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী

২০২৬ সালের এই আসরের একটি বিশেষ দিক হলো 'অ্যাগ্রিকন ইন্ডিয়া'-র প্রথম সংস্করণের সূচনা। এটি একটি নতুন প্ল্যাটফর্ম যা প্রযুক্তি, নীতি এবং অর্থায়নের মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়ে কৃষির বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করবে। ভারতের ক্রমবর্ধমান অভ্যন্তরীণ চাহিদা এবং রপ্তানি লক্ষ্যের কথা মাথায় রেখে মেলাটিতে সুরক্ষিত চাষাবাদ এবং টেকসই কৃষি সমাধানের ওপর জোর দেওয়া হবে। হর্টিকানেক্ট গ্লোবাল এবং মেসে মুয়েনচেন ইন্ডিয়ার কর্মকর্তাদের মতে, এই প্রদর্শনীটি কেবল পণ্য প্রদর্শনী নয়, বরং ভারতের কৃষি খাতকে আরও আধুনিক, দক্ষ এবং লাভজনক করে তোলার একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

কলকাতায় সফলভাবে সম্পন্ন ম্যাটিসিয়া প্রদর্শনী

কলকাতা: কলকাতার বিশ্ব বাংলা মেলা প্রাঙ্গণে তিন দিনব্যাপী চলা 'মাটেসিয়া প্রদর্শনী' এবং 'সারফেসেস রিপোর্টার আর্কিটেকচার ইভেন্ট' গত ১ ফেব্রুয়ারি সফলভাবে শেষ হয়েছে। পূর্ব এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের আর্কিটেক্ট, ডিজাইনার এবং নির্মাণ সামগ্রী উৎপাদনকারীদের জন্য এই আয়োজনটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মিলনমেলায় পরিণত হয়েছিল। এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন জাতীয় পুরস্কার বিজয়ী অভিনেতা ও মোটিভেশনাল স্পিকার আশিস বিদ্যার্থী। অনুষ্ঠানের অন্যতম বিশেষ আকর্ষণ ছিল বিশিষ্ট আর্কিটেক্ট দুলাল মুখোপাধ্যায়-কে 'লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড' প্রদান। এ ছাড়া, সেঞ্চুরি প্লাই-এর এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর কেশব ভাজঙ্কা একটি বিশেষ বক্তব্য পেশ করেন।

১,৫০,০০০ বর্গফুটেরও বেশি জায়গাজুড়ে আয়োজিত এই প্রদর্শনীতে ১০০টিরও বেশি নামী ব্র্যান্ড অংশ নিয়েছিল। ১০০টিরও বেশি শহর থেকে প্রায় ১৪,০০০ থেকে ১৬,০০০ দর্শনার্থী এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন। 'সারফেসেস রিপোর্টার স্যালুটস' প্রোগ্রামের মাধ্যমে অঞ্চলের প্রায় ১০০ জন আর্কিটেক্ট এবং ইন্টেরিয়র ডিজাইনারকে সম্মানিত করা হয়। অনুষ্ঠানের ডিরেক্টর বর্তিকা দ্বিবেদী বলেন, "এই অভূতপূর্ব সাড়া প্রমাণ করে যে পূর্ব ভারতে ডিজাইন ও স্থাপত্য শিল্পের গুরুত্ব কতটা বৃদ্ধি পেয়েছে।

ইন্ডিয়া ইন্টেরিয়র রিটেইলিং এবং সারফেসেস রিপোর্টার শোকেসের মাধ্যমে এই ইভেন্টটি কলকাতা-কে নির্মাণ এবং ইন্টেরিয়র সেক্টরের একটি প্রধান কেন্দ্রে পরিণত করেছে।

'লংগিটিউড ৭৭' এবার কলকাতায়

কলকাতা: পার্নোড রিকার্ড ইন্ডিয়ার গর্ব ইন্ডিয়ান সিঙ্গল মল্ট 'লংগিটিউড ৭৭' সম্প্রতি কলকাতার আইটিসি সোনারে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই শহরে তার যাত্রা শুরু করল। লন্ডনের স্পিরিটস কম্পিটিশনে সোনা জয়ী এই হুইস্কি এখন কলকাতায় উপলব্ধ। ভারতের নাসিকের দিনদোরিতে আমেরিকান বার্বন এবং ওয়াইন কাস্কে ডবল ম্যাচুরেশনের মাধ্যমে তৈরি হয় এই পানীয়। মাস্টার ব্লেন্ডার মহেশ পাতিলের তত্ত্বাবধানে এই সিঙ্গল মল্ট তৈরি হয়। বিখ্যাত হুইস্কি বিশেষজ্ঞ জিম মারে এই পানীয়টির অনেক প্রশংসা করে একে 'গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড' হিসেবে অভিহিত করেছেন। ৭৭ ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমাংশ, যা ভারতের বুক চিরে গিয়েছে, তার নামানুসারেই এই ব্র্যান্ডটির নামকরণ করা হয়েছে। এর নীল রঙের ম্যাট ফিনিশ বাক্সটি মূলত ইন্ডিগো বা নীল চাষের ইতিহাসের প্রতি এক শ্রদ্ধাঞ্জলি। ভ্যানিলা, ক্যারামেল এবং সামান্য পিট স্মোকের স্বাদযুক্ত এই রিচ মেহোগনি রঙের পানীয় এখন পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও মহারাষ্ট্র, গোয়া, হরিয়ানা এবং দুবাইয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ বাজারে পাওয়া যাচ্ছে।

আধার হাউজিং ফাইন্যান্সের সাফল্যের ধারা অব্যাহত

কলকাতা: আধার হাউজিং ফাইন্যান্স লিমিটেড ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫-এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের আর্থিক ফলাফল ঘোষণা করেছে। এই সময়ে কোম্পানির মোট পরিচালিত সম্পদের পরিমাণ ২০% বৃদ্ধি পেয়ে ২৮,৭৯০ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। নয় মাসে কোম্পানির কর-পরবর্তী মুনাফা (পিএটি) ২০% বেড়ে হয়েছে ৭৯৭ কোটি টাকা এবং শুধু তৃতীয় ত্রৈমাসিকে মুনাফা ২৩% বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৯৪ কোটি টাকায়।

এই শক্তিশালী প্রবৃদ্ধি স্বল্প আয়ের মানুষের গৃহঋণ প্রদানে কোম্পানির প্রতিশ্রুতিকে আরও দৃঢ় করেছে। বর্তমানে কোম্পানির লোন অ্যাকাউন্টের সংখ্যা ৩.২৪ লক্ষ অতিক্রম করেছে এবং নেট ভ্যালু দাঁড়িয়েছে ৭,১৮৫ কোটি টাকায়। কোম্পানির এমডি এবং সিইও ঋষি আনন্দ এই সাফল্য প্রসঙ্গে বলেন, "আমাদের 'আর্বান অ্যান্ড এমার্জিং' ব্রাঞ্চ মডেল দারুণ কাজ করছে, যার ফলে ৬২১টিরও বেশি শাখার মাধ্যমে আমরা পিছিয়ে পড়া মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারছি। জিএসটি ২.০ ফ্রেমওয়ার্ক আবাসন নির্মাণের খরচ কমাতে সাহায্য করেছে এবং বাজারে ক্রেতাদের ইতিবাচক মনোভাব বজায় রয়েছে।" তিনি আরও জানান, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা ২.০ এই খাতের চাহিদা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ইতিমধ্যেই ১০,০০০-এর বেশি গ্রাহক এই প্রকল্পের অধীনে সুদের ভর্তুকির প্রথম কিস্তি পেয়েছেন, যা বিশেষ করে ইডব্লিউএস এবং এলআইজি শ্রেণির মানুষের জন্য বাড়ি কেনার পদ্ধতিকে আরও সাশ্রয়ী করে তুলেছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা বলতে গিয়ে কোম্পানি ডিজিটাল-ফার্স্ট অপারেটিং মডেলের ওপর জোর দিয়েছে। আধার হাউজিং এখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই পাইলট প্রজেক্টের গণ্ডি পেরিয়ে পূর্ণাঙ্গভাবে এর ব্যবহারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এআই-চালিত আন্ডাররাইটিং এবং উন্নত রিস্ক ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে ঋণের গতি বৃদ্ধি এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করাই কোম্পানির লক্ষ্য।

‘কর্পোরেট থিঙ্ক ট্যাঙ্ক’-এর পঞ্চম সংস্করণ, চতুর্থ পর্ব

কলকাতা: গত ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে কলকাতায় দক্ষিণ আফ্রিকান পর্যটন দপ্তর তাদের ফ্ল্যাগশিপ কর্পোরেট উদ্যোগ ‘কর্পোরেট থিঙ্ক ট্যাঙ্ক’-এর পঞ্চম সংস্করণের চতুর্থ পর্ব সফলভাবে শেষ করেছে। এই বিশেষ অনুষ্ঠানে শহরের ২৫ জনেরও বেশি শীর্ষ কর্পোরেট নেতা উপস্থিত ছিলেন, যেখানে দক্ষিণ আফ্রিকাকে একটি বিশ্বমানের এমআইসিই (মিটিং, ইনসেনটিভ, কনফারেন্স এবং এক্সিবিশন) এবং অবসর যাপনের গন্তব্য হিসেবে তুলে ধরা হয়।

আইটি, বিএফএসআই এবং ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের মতো ক্ষেত্রগুলোতে কলকাতার শক্তিশালী উপস্থিতির কারণে শহরটি বর্তমানে দক্ষিণ আফ্রিকার পর্যটন মানচিত্রে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত বাজারে পরিণত হয়েছে। ক্রমবর্ধমান আউটবাউন্ড ট্রাভেল এবং বিশেষ করে তরুণ পেশাদারদের মধ্যে ইনসেনটিভ ট্যুরের চাহিদাকে মাথায় রেখে দক্ষিণ আফ্রিকা এই অঞ্চলে তাদের প্রচারকে আরও জোরদার করছে। দক্ষিণ আফ্রিকান পর্যটন দপ্তরের এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্যের রিজিওনাল জেনারেল ম্যানেজার মিস্টার গকোবানি মানকোটিওয়া এই উদ্যোগের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে জানিয়েছেন যে, ভারতের কর্পোরেট জগতের পরিবর্তনশীল বিষয়গুলো বুঝতে এবং সেই অনুযায়ী পরিষেবা দিতে এই প্ল্যাটফর্মটি অত্যন্ত কার্যকর। তাঁর মতে, কলকাতা বাণিজ্যিকভাবে অত্যন্ত সমৃদ্ধ এবং এখানকার ব্যবসায়িক ক্ষেত্রগুলি দক্ষিণ আফ্রিকার এমআইসিই সেগমেন্টের জন্য অপার সম্ভাবনাময়। বর্তমানে ভারত দক্ষিণ আফ্রিকার অন্যতম দ্রুত বর্ধনশীল পর্যটন বাজার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। ২০২৫ সালের মধ্যে ভারতের একটি বড় অংশ আন্তর্জাতিক এমআইসিই পর্যটনের সঙ্গে যুক্ত হবে বলে আশা করা হচ্ছে, যা দক্ষিণ আফ্রিকাকে ভারতীয় কর্পোরেট জগতের জন্য একটি স্বাভাবিক এবং আকর্ষণীয় অংশীদার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবে।

৩০০০-এর বেশি রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চার অ্যাক্টিভিটি, বন্যপ্রাণী সাফারি এবং মনোরম রোড ট্রিপের বৈচিত্র্য নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা আজ ভারতীয় পর্যটকদের কাছে অন্যতম পছন্দের গন্তব্য। রেইনবো নেশনের এই বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতাগুলো যেমন সাশ্রয়ী, তেমনই স্মরণীয়, যা বিশেষ করে কর্পোরেট ইনসেনটিভ গ্রুপগুলোর জন্য উপযুক্ত। দক্ষিণ আফ্রিকান পর্যটন দপ্তর একটি সরকারি সংস্থা হিসেবে শুধুমাত্র পর্যটন প্রচারই নয়, বরং টেকসই অর্থনৈতিক বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। ভারতের ক্রমবর্ধমান মধ্যবিত্ত সমাজ এবং ক্রমবর্ধমান আয়ের ওপর ভিত্তি করে দক্ষিণ আফ্রিকা আগামী দিনে কলকাতার পর্যটকদের জন্য আরও আকর্ষণীয় এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ ভ্রমণের সুযোগ তৈরি করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

বর্ষপূর্তিতে স্কোডা কাইল্যাকের ৫০ হাজার বিক্রির মাইলফলক

শিলিগুড়ি: ভারতে পথচলার এক বছর পূর্ণ করার সঙ্গে সঙ্গেই স্কোডা কাইল্যাক ৫০,০০০ ইউনিট বিক্রির এক অনন্য মাইলফলক অর্জন করেছে। সাব-ফোর মিটার এসইউভি সেগমেন্টে স্কোডার এই গাড়িটি খুব দ্রুত গ্রাহকদের ভরসা জিতে নিয়েছে, যা ২০২৫ সালে সংস্থার রেকর্ড বিক্রিতে বড় ভূমিকা রেখেছে। প্রথম বর্ষপূর্তিকে স্মরণীয় করে রাখতে স্কোডা ইন্ডিয়া তাদের কাইল্যাক রেঞ্জে বড়সড় পরিবর্তন এনেছে। এখন থেকে গাড়িটি চারটি ভেরিয়েন্টের বদলে মোট ছয়টি ভেরিয়েন্টে পাওয়া যাবে। এর ফলে গ্রাহকরা এখন ১১টি ভিন্ন ভিন্ন দামের বিকল্প থেকে নিজেদের পছন্দের মডেলটি বেছে নেওয়ার সুযোগ পাবেন। স্কোডার এই কৌশলের মূল লক্ষ্য হলো ইউরোপীয় প্রযুক্তি এবং উন্নত ফিচারগুলোকে ভারতীয় গ্রাহকদের জন্য আরও সহজলভ্য করে তোলা।

এই নতুন লাইনআপে ‘ক্লাসিক প্লাস’ নামে একটি বিশেষ ভেরিয়েন্ট যুক্ত করা হয়েছে, যা বর্তমান বাজারে সবথেকে সাশ্রয়ী মূল্যে স্বয়ংক্রিয় বা অটোমেটিক ট্রান্সমিশন অফার করছে। শুধু তাই নয়, সিগনেচার এবং প্রেস্টিজ প্লাসের মতো উন্নত ভেরিয়েন্টগুলোতে এখন ইলেকট্রিক সানরুফ, ক্রুজ কন্ট্রোল, রেইন-সেন্সিং ওয়াইপার এবং এলইডি লাইটের মতো প্রিমিয়াম ফিচারগুলো সাধারণ সুবিধা হিসেবেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। স্কোডা অটো ইন্ডিয়ার ব্র্যান্ড ডিরেক্টর আশীষ গুপ্ত জানিয়েছেন যে, কাইল্যাকের এই অভাবনীয় সাফল্য ভারতীয় বাজারের প্রতি তাঁদের দায়বদ্ধতাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। নিরাপত্তার দিক থেকেও কাইল্যাক তার শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রেখেছে; ভারত এনক্যাপ ক্র্যাশ টেস্টে সর্বোচ্চ রেটিং পাওয়ার পাশাপাশি প্রতিটি মডেলে স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে ছয়টি এয়ারব্যাগ এবং ২৫টিরও বেশি সেফটি ফিচার দেওয়া হচ্ছে।

বর্ষপূর্তি উপলক্ষে স্কোডা বিশেষ অফার ঘোষণাও করেছে, নির্বাচিত ভেরিয়েন্টগুলোতে ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত সুবিধা এবং রক্ষণাবেক্ষণ প্যাকেজে ৫০ শতাংশ ছাড় মিলবে। ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত প্রতিটি কাইল্যাক ক্রয়ে গ্রাহকদের জন্য নিশ্চিত উপহার থাকছে। চার বছরের ওয়ারেন্টি ও রোডসাইড অ্যাসিস্ট্যান্সের মতো সুবিধা গ্রাহকদের নিশ্চিন্তে গাড়ি চালানোর অভিজ্ঞতা দেবে। স্কোডা অটো বর্তমানে ভারতের ১৮৩টিরও বেশি শহরে তাদের পরিষেবা দিচ্ছে, যা তাদের জনপ্রিয়তার পরিচয় দেয়।

লঞ্চ হলো জিও-বিপি-এর ইঞ্জিন-ক্লিনিং অ্যাকটিভ টেকনোলজি সমৃদ্ধ পেট্রোল

গোয়া: পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রকের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী হরদীপ সিং পুরি আজ গোয়ায় আয়োজিত ‘ইন্ডিয়া এনার্জি উইক ২০২৬’-এ জিও-বিপি-এর (জিও-বিপি রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ এবং বিপি’র যৌথ উদ্যোগ রিলায়েন্স বিপি মোবিলিটি লিমিটেড বা আরবিএমএল-এর অপারেটিং ব্র্যান্ড) উদ্যোগে এক যুগান্তকারী অ্যাকটিভ টেকনোলজি পেট্রোল লঞ্চ করেছেন। জিও-বিপি’র অ্যাকটিভ টেকনোলজি সমৃদ্ধ এই পেট্রোল ইঞ্জিনের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো পরিষ্কার রাখতে ডিজাইন করা হয়েছে; এটি শক্তিশালী ক্লিন-আপ ক্ষমতা সহ আসে যা ইঞ্জিনের পারফরম্যান্স পুনরুদ্ধার ও রক্ষা করে এবং সাধারণ পেট্রোলের তুলনায় চালকদের প্রতি বছর ১০০ কিলোমিটার পর্যন্ত অতিরিক্ত পথ চলতে সাহায্য করে। আর এই সব সুবিধাই এখন থেকে পাওয়া যাবে কোনও অতিরিক্ত খরচ ছাড়া।

গ্রাহকদের জন্য সুবিধাসমূহ: জিও-বিপি-র এই অ্যাকটিভ টেকনোলজি সমৃদ্ধ পেট্রোল তৈরি করা হয়েছে সাধারণ চালকদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চাহিদাগুলোর কথা মাথায় রেখে। যেমন, কোনও অতিরিক্ত খরচ ছাড়াই আগের চেয়ে স্মুদ রাইড পাওয়া এবং ট্যাঙ্ক ফুল করলে প্রতিবার আগের চেয়ে বেশি কিলোমিটার চলার সুবিধা, সেই সঙ্গে ইঞ্জিনকে পরিষ্কার রাখা ও সুরক্ষা দেওয়ার মতো কার্যক্ষমতা ইত্যাদি। এটি ভারতের পরিবর্তনশীল ফুয়েল স্ট্যান্ডার্ড বা জ্বালানির মান মেনে চলে এবং রক্ষণাবেক্ষণ বা মেইনটেনেন্স খরচ কমায়। বিপি-র ১০০ বছরেরও বেশি সময়ের বিশ্বমানের জ্বালানি গবেষণার ওপর ভিত্তি করে তৈরি এই উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন পেট্রোলটি ভারতের ইঞ্জিনের ধরন অনুযায়ী বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রি স্ট্যান্ডার্ড টেস্ট মেনে এবং কাস্টমাইজড পদ্ধতির মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয়েছে।

বাস্তব পরিস্থিতিতে এর পরিচ্ছন্নতার মাপকাঠি প্রমাণ করতে, জিও-বিপি কোয়েম্বাটোর টেস্ট ট্র্যাকে একটি মোটরসাইকেলকে ৪,০০০ কিলোমিটারেরও বেশি দূরত্ব অবধি চালায়, যাকে ‘ইন্ডিয়া এনার্জি উইক’-এ দর্শকদের সামনে এক দুর্দান্ত প্রদর্শনী হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে।

ম্যাটিসিয়া এক্সিবিশন ও সারফেস রিপোর্টার আর্কিটেকচার ইভেন্ট

কলকাতা: কলকাতায় অনুষ্ঠিত ম্যাটিসিয়া এক্সিবিশন ও সারফেস রিপোর্টার আর্কিটেকচার ইভেন্ট উদ্বোধন করা হয়েছে, যা পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতের সবচেয়ে বড় ডিজাইন, আর্কিটেকচার এবং ইন্টেরিয়র ম্যাটেরিয়ালস এক্সিবিশন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

এই অনুষ্ঠানে শ্রী আশীষ বিদ্যার্থী, জাতীয় পুরস্কার বিজয়ী অভিনেতা, মোটিভেশনাল স্পিকার এবং আশীষ বিদ্যার্থী অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস এর প্রতিষ্ঠাতা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

এই ইভেন্টে ডিজাইন, আর্কিটেকচার এবং ইন্টেরিয়র ডেকোরেশনের সর্বশেষ প্রবণতা ও উদ্ভাবনাগুলি প্রদর্শিত হয়। সারা দেশ থেকে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি, বিশেষজ্ঞ এবং শিল্পের নেতৃবৃন্দ একত্রিত হয়ে নতুন ধারণা এবং সমাধান নিয়ে আলোচনা করেছেন, যা শিল্পের ভবিষ্যত গঠনে সাহায্য করবে।

ভারতের কাঠশিল্প ও আসবাবপত্র উৎপাদন খাতকে উন্নত করতে ইন্ডিয়াউড ২০২৬

কলকাতা/শিলিগুড়ি: ইন্ডিয়াউড ২০২৬, বেঙ্গালুরুতে ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ২ মার্চ পর্যন্ত ব্যাঙ্গালোর ইন্টারন্যাশনাল এক্সিবিশন সেন্টারে (বিআইইসি) অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। নুরেমবার্গমেসে ইন্ডিয়া কর্তৃক আয়োজিত এই ২৬তম সংস্করণটি কাঠের কাজ এবং আসবাবপত্র উৎপাদন খাতের জন্য একটি প্রধান বৈশ্বিক আয়োজন হিসেবে ইন্ডিয়াউডের ভূমিকাকে আরও প্রখ্যাত করে তুলবে, যা ইউরোপীয় কাঠের কাজের যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারকদের ফেডারেশন ইউমাবোইস (EUMABOIS) দ্বারা সমর্থিত।

এই অনুষ্ঠানটি ইতিহাসে সবচেয়ে বড় সংস্করণ হতে চলেছে, যেখানে ৫০টিরও বেশি দেশ থেকে ১,০০০টিরও বেশি ব্র্যান্ডের ৯০,০০০-এরও বেশি শিল্প পেশাদার উপস্থিত থাকবেন, যা ৮৫,০০০ বর্গমিটার প্রদর্শনী এলাকা জুড়ে এটি অনুষ্ঠিত হবে। এককথায় বলতে গেলে, এটি উন্নত উৎপাদন, রপ্তানি এবং বৈশ্বিক একীকরণকে গুরুত্বপূর্ণ প্রবৃদ্ধির চালিকাশক্তি হিসেবে তুলে ধরবে। নুরেমবার্গমেসে ইন্ডিয়ার ম্যানেজিং ডিরেক্টর সোনিয়া প্রসার বলেন, “আমাদের বিশ্বাস, এই ইন্ডিয়াউড ২০২৬ -এর এই সংস্করণটি এখনও পর্যন্ত এটি বৃহত্তম আয়োজন হওয়ায়, এটি একটি নির্ভরযোগ্য উৎপাদন কেন্দ্র এবং বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খলের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ হিসেবে ভারতের অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করে তুলবে।”

আশা করা হচ্ছে যে, এই চুক্তিটি বেশিরভাগ বাণিজ্য পণ্যের উপর শুল্ক হ্রাস বা বিলুপ্ত করবে, ইউরোপীয় ইউনিয়নে প্রক্রিয়াজাত কাঠের পণ্য ও যন্ত্রাংশের রপ্তানি বাড়াবে এবং উন্নত যন্ত্রপাতি ও শিল্প উপকরণের মসৃণ প্রবাহকে সহজতর করে তুলবে। এই প্রদর্শনীতে ‘উড+ ইন আর্কিটেকচার অ্যান্ড ডিজাইন’ সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হবে, যা প্রস্তুতকারক এবং ডিজাইনারদের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি করবে। একই সাথে, ইন্ডিয়া ম্যাট্রেসটেক অ্যান্ড আপহোলস্ট্রি সাপ্লাইস এক্সপোতে আপহোলস্ট্রি শিল্পের জন্য বিশেষায়িত সমাধানগুলি প্রদর্শন করা হবে। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে www.indiawood.com ওয়েবসাইটটি ভিজিট করুন।

বেদান্ত মেটাল বাজারে চালু হলো ‘জিঙ্ক মূল্য’

কলকাতা: ভারতের ৭৭তম প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে দেশের শিল্পক্ষেত্রে এক ডিজিটাল বিপ্লবের সূচনা করল বিশ্বের বৃহত্তম সমন্বিত জিঙ্ক উৎপাদক সংস্থা হিন্দুস্তান জিঙ্ক লিমিটেড। ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প এবং ছোট ক্রেতাদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে সংস্থাটি তাদের ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম ‘বেদান্ত মেটাল বাজার’-এ চালু করেছে ‘জিঙ্ক মূল্য’ নামক একটি অভিনব রিয়েল-টাইম প্রাইসিং মডিউল। এই উদ্ভাবনী ব্যবস্থার মাধ্যমে এখন থেকে ভারতীয় মুদ্রায় সরাসরি জিঙ্কের বাজারদর দেখা এবং বুকিং করা সম্ভব হবে, যা আগে মূলত বড় প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। লন্ডন মেটাল এক্সচেঞ্জের আন্তর্জাতিক দরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই প্ল্যাটফর্মটি গতিশীল মূল্য নির্ধারণ করবে। এর ফলে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা স্বচ্ছতার সঙ্গে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন এবং বিশ্ববাজারের প্রতিযোগিতায় নিজেদের অবস্থান মজবুত করতে পারবেন। হিন্দুস্তান জিঙ্ক-এর সিইও অরুণ মিশ্র এই উদ্যোগকে ‘আত্মনির্ভর ভারত’ গড়ার একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি জানান যে, প্রযুক্তির মাধ্যমে তথ্যের অসাম্য দূর করে প্রতিটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানকে সমান সুযোগ দেওয়াই তাঁদের মূল লক্ষ্য।

২০২২ সালে যাত্রা শুরু করা ‘বেদান্ত মেটাল বাজার’ ইতিমধ্যেই ভারতের ধাতু সংগ্রহ প্রক্রিয়ায় আমূল পরিবর্তন এনেছে। ‘জিঙ্ক মূল্য’ সংযোজন হওয়ার ফলে এখন থেকে কাঁচামাল কেনা আরও সহজ ও সাশ্রয়ী হবে। উল্লেখ্য, হিন্দুস্তান জিঙ্ক বিশ্বের ৪০টিরও বেশি দেশে তাদের উন্নত মানের পণ্য সরবরাহ করে এবং এসএন্ডপি গ্লোবাল কর্পোরেট সাসটেইনেবিলিটি অ্যাসেসমেন্ট ২০২৫ অনুযায়ী বিশ্বের সবচেয়ে টেকসই ধাতু ও খনি সংস্থার স্বীকৃতি পেয়েছে। এই নতুন পদক্ষেপটি ভারতের শিল্প পরিকাঠামোকে আরও শক্তিশালী ও স্বচ্ছ করে তুলবে।

প্রোবায়োটিক বনাম গাঁজানো খাবার, অন্ত্রের স্বাস্থ্যের জন্য কোনটি কতটা জরুরি?

একসময় সুস্থতা আলোচনার প্রান্তে থাকা অন্ত্রের স্বাস্থ্য এখন সামগ্রিক স্বাস্থ্যের কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছে। পরিপাকক্রিয়া, রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা, মানসিক স্বচ্ছতা এমনকি দৈনন্দিন শক্তির মাত্রা, সবকিছুর সঙ্গেই গভীরভাবে জড়িত অন্ত্রের মাইক্রোবায়োম। ফলে পরিপাক সুস্থতা বাড়াতে আগ্রহী মানুষের আলোচনায় বারবার উঠে আসছে দুটি শব্দ - প্রোবায়োটিক এবং গাঁজানো খাবার। দুটিকে প্রায়ই একই অর্থে ব্যবহার করা হলেও, বাস্তবে এদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে। সেই পার্থক্য বোঝাই সঠিক খাদ্যাভ্যাস গড়ে তোলার চাবিকাঠি। প্রোবায়োটিক হল নির্দিষ্ট ও পরিমাপযোগ্য মাত্রায় গ্রহণযোগ্য জীবন্ত উপকারী অণুজীব। সাধারণত পরিপূরক (সাপ্লিমেন্ট) বা ফাংশনাল খাবারের মাধ্যমে এগুলো গ্রহণ করা হয়। ল্যাকটোব্যাসিলাস কিংবা বিফিডোব্যাকটেরিয়ামের মতো নির্দিষ্ট ব্যাকটেরিয়া স্ট্রেন ব্যবহার করে প্রোবায়োটিক তৈরি করা হয়, যা নির্দিষ্ট স্বাস্থ্য সমস্যাকে লক্ষ্য করে কাজ করে।

নিউট্রিশিস্টের প্রতিষ্ঠাতা ও পুষ্টিবিদ প্রীতি ত্যাগীর ভাষায়, "প্রোবায়োটিক হল জীবন্ত উপকারী ব্যাকটেরিয়া, যা নিয়ন্ত্রিত ডোজে গ্রহণ করা হয়। অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের পর, পরিপাকজনিত সমস্যা বা মানসিক চাপের কারণে অন্ত্রের ভারসাম্য নষ্ট হলে এগুলো বিশেষভাবে কার্যকর।" অন্যদিকে, গাঁজানো খাবার হল প্রাকৃতিক গাঁজন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রূপান্তরিত সম্পূর্ণ খাদ্য। দই, কেফির, কিমচি, সয়ারক্রাউট, মিসো, টেম্পে, কম্বুচা এবং ঐতিহ্যগতভাবে তৈরি আচার সবই এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত।

"গাঁজানো খাবার শুধু উপকারী ব্যাকটেরিয়াই সরবরাহ করে না, বরং ফাইবার, এনজাইম, ভিটামিন ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্টেও সমৃদ্ধ," বলেন প্রীতি ত্যাগী। "এই দিক থেকে এদের পুষ্টিগুণ প্রোবায়োটিকের চেয়েও বিস্তৃত।"

ক্লিনিকাল দৃষ্টিকোণ থেকে প্রোবায়োটিক ও গাঁজানো খাবার আলাদা হলেও পরস্পর পরিপূরক। স্টেরিস হেলথকেয়ারের চেয়ারম্যান জীবন কাসরা বলেন, "প্রোবায়োটিক হল বৈজ্ঞানিকভাবে গবেষণালব্ধ ফর্মুলেশন, যেখানে নির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট ব্যাকটেরিয়া স্ট্রেন ক্লিনিক্যালি কার্যকর মাত্রায় উপস্থিত থাকে। তাই অ্যান্টিবায়োটিক সেবনের পর, পরিপাকজনিত অস্বস্তি বা রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে এগুলো অত্যন্ত কার্যকর।" তিনি আরও সতর্ক করে বলেন, "সব গাঁজানো খাবার থেরাপিউটিক অর্থে প্রোবায়োটিক নয়।" কারণ, গাঁজানো খাবারে ব্যাকটেরিয়ার পরিমাণ ও কার্যকারিতা প্রস্তুত প্রণালি, সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের উপর নির্ভর করে ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হতে পারে।

যদিও গাঁজানো খাবারের ব্যাকটেরিয়ার পরিমাণ নির্দিষ্ট নয়, তবুও দীর্ঘমেয়াদী অন্ত্রের স্বাস্থ্যে এদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এদের শক্তি নিহিত রয়েছে বৈচিত্র্য ও দৈনন্দিন পুষ্টিতে। প্রীতি ত্যাগীর মতে, "গাঁজানো খাবার নিয়মিত খাদ্যাভ্যাসের অংশ হলে তা অনেকদিন পর্যন্ত অন্ত্রের স্বাস্থ্যকে সুস্থ রাখতে সহায়তা করে। এগুলো অন্ত্রে বিভিন্ন ধরনের উপকারী জীবাণু যোগ করে, পরিপাক উন্নত করে এবং পুষ্টি শোষণে সাহায্য করে, যা শুধু সাপ্লিমেন্ট দিয়ে পুরোপুরি সম্ভব নয়।"

এই কারণেই বিশেষজ্ঞদের মতে, তাৎক্ষণিক সমাধানের বাইরে গিয়ে সুস্থ জীবনযাপনের জন্য সুষম খাদ্যতালিকায় গাঁজানো খাবার অন্তর্ভুক্ত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শীতের আরামদায়ক খাবার কি বাড়াচ্ছে কোলেস্টেরল?

সতর্ক করছেন বিশেষজ্ঞরা

ভারতে শীতকাল মানেই গাজরের হালুয়া, পকোড়া, ঘি-সমৃদ্ধ মিষ্টি ও ভাজা জাতীয় জলখাবারের মরশুম। এই সুস্বাদু মুখরোচক খাবারগুলি শীতের আনন্দ বাড়ালেও, স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে অতিরিক্ত ভোগ হৃদ্‌স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।

বিশিষ্ট হৃদ্‌রোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ পান্ডে জানিয়েছেন, শীতকালে অনেকের কোলেস্টেরলের মাত্রা লক্ষণীয় হারে বৃদ্ধি পায়। তাঁর মতে, ঠান্ডা আবহাওয়া শরীরের উপর সামান্য প্রভাব ফেললেও মূল ভূমিকা পালন করে মৌসুমী জীবনযাত্রার পরিবর্তন।

ডাঃ পান্ডে বলেন,"শীতে শারীরিক কার্যকলাপ কমে যায়, খাবারের অংশের পরিমাণ বেড়ে যায় এবং ভাজা ও চর্বিযুক্ত খাবারের ব্যবহার বাড়ে। এই বিষয়গুলিই কোলেস্টেরল বৃদ্ধির জন্য ঠান্ডা আবহাওয়ার চেয়ে অনেক বেশি দায়ী।"

বিশেষজ্ঞদের মতে, কোলেস্টেরলের মাত্রা বেড়ে গেলে অতিরিক্ত চর্বি রক্তপ্রবাহে জমা হতে শুরু করে এবং ধীরে ধীরে ধমনীর দেয়ালে প্লাক তৈরি করে। এর ফলে ধমনীগুলি সংকীর্ণ হয়ে পড়ে, রক্তপ্রবাহে বাধা সৃষ্টি হয় এবং হৃদ্‌রোগের ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়।

ডাঃ পান্ডে ব্যাখ্যা করেন, লো-ডেনসিটি লিপোপ্রোটিন (এলডিএল) বা 'খারাপ কোলেস্টেরল' ধমনীর মধ্যে প্লাক গঠনে সহায়তা করে। অন্যদিকে, হাই-ডেনসিটি লিপোপ্রোটিন (এইচডিএল) বা 'ভালো কোলেস্টেরল' শরীর থেকে অতিরিক্ত কোলেস্টেরল অপসারণে সাহায্য করে, যা হৃদ্‌রোগের বিরুদ্ধে সুরক্ষা দেয়।

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, শীতের সব ঐতিহ্যবাহী খাবারই যে হৃদ্‌স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর, তা নয়। ডাঃ পান্ডে জানান, ঘি ও মাখনের মতো খাবার পরিমিত পরিমাণে গ্রহণ করলে সুষম খাদ্যাভ্যাসের অংশ হতে পারে।

তিনি বলেন, "অংশের আকার নিয়ন্ত্রণে রাখলে ঐতিহ্যবাহী চর্বি সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে চলার প্রয়োজন নেই। সঠিকভাবে ব্যবহার ও গরম করলে সরিষার তেলে হৃদ্‌স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী ফ্যাট থাকে। চিনাবাদামেও প্রোটিনের পাশাপাশি স্বাস্থ্যকর চর্বি রয়েছে।" তবে তিনি সতর্ক করে বলেন, শীতকালে এই খাবারগুলির অতিরিক্ত ব্যবহারই আসল সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। ভাজা জলখাবার আদর্শভাবে সপ্তাহে এক বা দুইবারের বেশি খাওয়া উচিত নয়। প্রতিদিন এই জাতীয় খাবার গ্রহণ করলে অস্বাস্থ্যকর চর্বি গ্রহণের মাত্রা অনেক বেড়ে যায়। উচ্চ কোলেস্টেরল সাধারণত প্রাথমিক পর্যায়ে কোনও স্পষ্ট লক্ষণ সৃষ্টি করে না। এই কারণেই অনেক সময় সমস্যা ধরা পড়ে দেরীতে।

ডাঃ পান্ডে জানান, "দীর্ঘ সময় ধরে কোলেস্টেরল বেড়ে থাকলে কিছু মানুষের ক্লান্তি, শারীরিক পরিশ্রমে শ্বাসকষ্ট বা মাঝে মাঝে বুকে অস্বস্তি অনুভূত হতে পারে। তবে এই লক্ষণগুলি সাধারণত তখনই দেখা যায়, যখন সমস্যা অনেকটাই অগ্রসর।" বিশেষজ্ঞদের মতে, কোলেস্টেরলের ভারসাম্যহীনতা প্রাথমিক পর্যায়ে শনাক্ত করার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য উপায় হল রক্তের লিপিড প্রোফাইল পরীক্ষা। বিশেষ করে যাদের পারিবারিকভাবে উচ্চ কোলেস্টেরল, স্থূলতা বা ডায়াবেটিসের ইতিহাস রয়েছে, কিংবা যারা মূলত বসে থাকার জীবনযাপন করেন, তাদের নিয়মিত পরীক্ষা করানো অত্যন্ত জরুরি।

স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য এবং গৃহস্থালির প্রয়োজনে কমলার খোসা ব্যবহারের ৬টি পদ্ধতি

আমরা সাধারণত কমলার খোসা অপ্রয়োজনীয় মনে করে ফেলে দিই। কিন্তু এই খোসা স্বাস্থ্যরক্ষা এবং গৃহস্থালির কাজে কতটা কার্যকরী হতে পারে, তা আমাদের অনেকেরই অজানা। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, কমলার খোসায় প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি, ফাইবার, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং প্রাকৃতিক তেল রয়েছে, যা ত্বক, চুল এবং সাধারণ স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী। সাশ্রয়ী এবং পরিবেশবান্ধব এই উপাদানের বহুমুখী ব্যবহার নিচে আলোচনা করা হলো:

১. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে: কমলার খোসা ভিটামিন সি, ফ্ল্যাভোনয়েড এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে ভরপুর, যা শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করে। ঋতু পরিবর্তনের সময় সর্দি, কাশি এবং ভাইরাল সংক্রমণের বিরুদ্ধে এটি প্রাকৃতিক সুরক্ষা কবচ হিসেবে কাজ করে।

২. হজমের সমস্যায় কার্যকর: এতে থাকা ফাইবার কোষ্ঠকাঠিন্য, গ্যাস এবং বদহজমের সমস্যা দূর করতে সাহায্য করে। কমলার খোসার গুঁড়ো বা এর থেকে তৈরি চা নিয়মিত পান করলে অন্ত্র পরিষ্কার থাকে এবং পাকস্থলী সুস্থ থাকে।

৩. হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে: কমলার খোসা শরীরের ক্ষতিকর কোলেস্টেরল (LDL) কমাতে এবং ভালো কোলেস্টেরল (HDL) বাড়াতে সাহায্য করে। এটি উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি কমায়। এর প্রদাহরোধী বৈশিষ্ট্য গাঁটের ব্যথা ও ফোলাভাব কমাতেও সহায়ক।

৪. অ্যালার্জি ও ওজন নিয়ন্ত্রণ: কমলার খোসার প্রাকৃতিক যৌগগুলো শরীরে হিস্টামাইনের নিঃসরণ কমিয়ে অ্যালার্জি, হাঁচি এবং শ্বাসকষ্টের সমস্যা থেকে মুক্তি দেয়। এছাড়া এটি শরীরের মেটাবলিজম বাড়িয়ে বাড়তি চর্বি ঝরাতে এবং ওজন নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

৫. প্রাকৃতিক সুগন্ধি ও মোমবাতি তৈরি: কমলার খোসা অর্ধেক করে কেটে তাতে মোম বা তেল ঢেলে প্রাকৃতিক সুগন্ধি মোমবাতি তৈরি করা যায়। এছাড়া শুকনো খোসা দিয়ে মালা বা দরজার শো-পিস তৈরি করে ঘর সাজানো যায়, যা আপনার অন্দরসজ্জায় এক নান্দনিক ও পরিবেশবান্ধব ছোঁয়া যোগ করবে।

৬. ঘর সতেজ রাখতে 'পোটপুরি': বাড়ির সাজসজ্জায় কমলার খোসা চমৎকারভাবে ব্যবহার করা যায়। শুকনো খোসার সঙ্গে দারুচিনি, লবঙ্গ এবং এলাচ মিশিয়ে কাঁচের পাত্রে রাখলে সেটি 'প্রাকৃতিক পোটপুরি' হিসেবে কাজ করে এবং ঘরকে দীর্ঘক্ষণ সুগন্ধে সতেজ রাখে।

বাংলাদেশে নির্বাচন ঘোষণার পর ৩৬ দিনে নিহত ১৫

বার বার আক্রমণের মুখে সংখ্যালঘুরা

নির্মল চক্রবর্তী

ঢাকা: বাংলাদেশে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিন ঘোষণার পর ৩৬ দিনে অন্তত ১৫ জন রাজনৈতিক নেতাকর্মী নিহত হয়েছেন। গত ১১ ডিসেম্বর জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে নির্বাচনের সূচি ঘোষণা করেছিলেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ এম এম নাসিরউদ্দিন। ১২ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে জানান তিনি।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) নামে একটি সংস্থা সম্প্রতি একটি গবেষণা রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। টিআইবির তথ্য অনুযায়ী, নির্বাচনি পরিবেশে হিংসা, রাজনৈতিক হয়রানি, সম্ভাব্য প্রার্থীদের ওপর হামলা এবং সংখ্যালঘুদের লক্ষ্য করে আক্রমণের ঘটনা বড় ঝুঁকি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৫ সালে সারা বাংলাদেশে ৪০১টি রাজনৈতিক হিংসার ঘটনা ঘটেছে, যাতে প্রাণ হারিয়েছেন ১০২ জন। একই সময়ে এক হাজার ৩৩৩টি অস্ত্র নিখোঁজ হয়েছে।

ডিপফেক ও ভুয়ো তথ্য ছড়ানোর সংখ্যা বৃদ্ধি এবং সংখ্যালঘুদের ওপর ৫০টির বেশি হামলার ঘটনাও নির্বাচনি পরিস্থিতিকে উদ্বেগজনক করে তুলেছে। টিআইবি সতর্ক করে বলেছে, থানা থেকে লুট হওয়া অস্ত্র উদ্ধার না হওয়া এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিদের নতুন করে অস্ত্রের লাইসেন্স দেওয়ার উদ্যোগ হিংসার ঝুঁকি বাড়াতে পারে। নির্বাচনি দায়িত্বে থাকা জনবলের মধ্যে মাত্র ৯-১০ শতাংশ পুলিশ সদস্য থাকায় সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থায় বড় ঘাটতি রয়েছে।

নিচুতলার প্রশাসনের কর্মকর্তাদের বদলি, বিশেষ করে আগের তিনটি নির্বাচনে দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাদের বাদ দেওয়া, উপদেষ্টাদের দলীয়করণ এবং নিরপেক্ষতা নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সন্দেহ ও মতবিরোধ তৈরি হয়েছে। জামাত, এনসিপি ও ইসলামী আন্দোলনের মতো দলগুলো সমান প্রতিযোগিতার পরিবেশ নিশ্চিত না হওয়ার অভিযোগ তুলেছে। এদিকে ৪৬টি আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণ নিয়ে উচ্চ আদালতে অন্তত ২৭টি রিট পিটিশন দাখিল হয়েছে। প্রায় ১২ হাজার ৫৩১টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্র হিসেবে উপযুক্ত নয় বলেও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

নির্বাচন কমিশন প্রাথমিকভাবে নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য যে ৭৩টি সংস্থাকে বাছাই করেছে, তাদের অনেকগুলির সক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে টিআইবি। পর্যবেক্ষণে, প্রায় সব বড় রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধেই আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ রয়েছে। কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হলেও কঠোর প্রয়োগের ঘাটতি থাকায় অনিয়ম পুরোপুরি ঠেকানো যায়নি।

প্রতিবেদনটি বলছে, নির্বাচন ও গণভোট ব্যবস্থায় প্রযুক্তি, আইন ও প্রক্রিয়াগত বড় ধরনের সংস্কার জরুরি। এআই ব্যবহার করে ভুয়ো তথ্য ছড়ানো এবং নিরাপত্তা ঝুঁকি এখন বড় চ্যালেঞ্জ। নানা অস্থিরতা ও অসুস্থ প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও নির্বাচনি পরিবেশ এখনও আংশিক সক্রিয় রয়েছে।

ফেব্রুয়ারিতে বাড়তি ৫০০ টাকা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে, ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

১৫০০ টাকা বরাদ্দ বাংলার যুব সাথী প্রকল্পে

নিজস্ব প্রতিবেদন

শিলিগুড়ি: ২০২৬ সালের অন্তর্বর্তী রাজ্য বাজেট পেশের পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রীয় বঞ্চনার বিরুদ্ধে সরব হয়ে এই বাজেটকে সম্পূর্ণ 'জনমুখী' হিসেবে অভিহিত করেছেন। বৃহস্পতিবার বিধানসভায় বাজেট পেশের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি স্পষ্ট জানান যে, কেন্দ্র বাংলাকে প্রাপ্য অর্থ থেকে বঞ্চিত করলেও রাজ্য সরকার মানুষের জন্য কাজ থামিয়ে রাখেনি। এদিন তাঁর পাশে থেকে রাজ্যের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র বাজেটের অর্থনৈতিক সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরেন। তিনি জানান, রাজ্যের বাজেটের পরিমাণ এবার ৪ লক্ষ কোটি টাকার এক ঐতিহাসিক মাইলফলক স্পর্শ করেছে, যা রাজ্যের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক শক্তিরই বহিঃপ্রকাশ। এই বাজেটকে তিনি 'অভূতপূর্ব' বলে বর্ণনা করেছেন, যা মূলত সামাজিক সুরক্ষা এবং প্রান্তিক মানুষের উন্নয়নের ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে।

এবারের বাজেটের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হলো 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' প্রকল্পের আর্থিক অনুদান বৃদ্ধি। মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, চলতি ফেব্রুয়ারি মাস থেকেই বর্ধিত হারে এই প্রকল্পের টাকা উপভোক্তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পৌঁছাতে শুরু করবে। এখন থেকে সাধারণ বিভাগের মহিলারা ১৫০০ টাকা এবং তপশিলি জাতি ও উপজাতিভুক্ত মহিলারা ১৭০০ টাকা করে মাসিক ভাতা পাবেন। এছাড়া রাজ্যের উন্নয়নের খতিয়ান দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, বিগত বছরগুলিতে তাঁর সরকারের সঠিক পরিকল্পনার ফলে ১ কোটি ৭২ লক্ষেরও বেশি মানুষকে দারিদ্র্যসীমার বাইরে বের করে আনা সম্ভব হয়েছে। মাঠপর্যায়ে কর্মরত মহিলা কর্মীদের কথা মাথায় রেখে আশাকর্মীদের জন্য মাতৃত্বকালীন ছুটির সুবিধা এবং কর্মরত অবস্থায় কোনও আইসিডিএস কর্মীর মৃত্যু হলে তাঁর পরিবারের জন্য বিশেষ আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা করা হয়েছে। পাশাপাশি রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ক্যাশলেস বিমার পরিমাণ বাড়িয়ে ২ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। আধুনিক যুগের চাহিদার কথা মাথায় রেখে এই বাজেটে গিগ ইকোনমি বা অনলাইন ডেলিভারি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের জন্য বড়সড় সামাজিক সুরক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখন থেকে ডেলিভারি বয়রাও সরাসরি সরকারি সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের আওতায় আসবেন। দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত 'ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান' নিয়েও এদিন বড় ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, কেন্দ্রীয় টালবাহানার অপেক্ষা না করে রাজ্য সরকার নিজস্ব উদ্যোগেই এই প্রকল্পের কাজ শুরু করে দিয়েছে।

সবশেষে কেন্দ্রীয় বাজেটকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করে তিনি বলেন, শিক্ষাখাতে বরাদ্দ কমিয়ে কেন্দ্র বাংলাকে সম্পূর্ণ অবহেলা করেছে। প্রায় ২ লক্ষ কোটি টাকার বেশি পাওনা আটকে থাকা সত্ত্বেও রাজ্য যেভাবে সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে এই ৪ লক্ষ কোটি টাকার বাজেট পেশ করেছে, তাকেই প্রকৃত লড়াই বলে মনে করছেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিকে, ছাব্বিশের বিধানসভা ভোটের মুখে রাজ্যের অন্তর্বর্তী বাজেটে মাস্টারস্ট্রোক দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বেকার যুবক-যুবতীদের স্বাবলম্বী করতে ঘোষণা করা হলো এক নতুন প্রকল্প 'বাংলার যুব সাথী'। এই প্রকল্পের অধীনে উপভোক্তারা প্রতি মাসে ১৫০০ টাকা করে আর্থিক ভাতা পাবেন।

এনবিইউ-তে গবেষণার মঞ্চে ২৪০ প্রতিভার লড়াই

নিজস্ব প্রতিবেদন

শিলিগুড়ি: উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় (এনবিইউ) প্রাঙ্গণে মঙ্গলবার, ৩ ফেব্রুয়ারি থেকে সাড়ম্বরে শুরু হয়েছে অষ্টম আঞ্চলিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কংগ্রেস। রাজ্য সরকার এবং উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্রভানু মঞ্চে।

এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব, রাজ্যের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তরের বিশেষ সচিব জিতিন যাদব এবং আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সরিৎ চৌধুরী। দুই দিনব্যাপী এই বিজ্ঞান মঞ্চে উত্তরবঙ্গের আটটি জেলার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ২৪০ জন গবেষক ও পড়ুয়া তাঁদের উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনা তুলে ধরার সুযোগ পাচ্ছেন।

এবারের বিজ্ঞান কংগ্রেসে মোট ১২টি বিভাগ রাখা হয়েছে এবং প্রতিটি বিভাগে ২০ জন করে গবেষক তাঁদের গবেষণাপত্র উপস্থাপন করছেন। আয়োজক কমিটির সদস্য অয়ন মহান্তি জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কক্ষে পৃথকভাবে সেমিনারগুলি পরিচালিত হচ্ছে। প্রতিটি বিভাগ থেকে বিচারকদের রায়ে সেরা চারটি করে গবেষণাপত্র নির্বাচন করা হবে। অর্থাৎ, মোট ৪৮টি শ্রেষ্ঠ গবেষণাপত্রকে রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতার জন্য মনোনীত করা হবে। বিজয়ীদের হাতে শংসাপত্র ও আর্থিক পুরস্কারও তুলে দেওয়া হবে। উদ্বোধনী পর্বে পরিবেশ গবেষক একলব্য শর্মা এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমেরিটাস অধ্যাপক অমিতাভ রায়চৌধুরী গুরুত্বপূর্ণ স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন।

বিজ্ঞানচর্চার পাশাপাশি এদিন রবীন্দ্রভানু মঞ্চে বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের ফাঁকে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের আধিকারিকরা রাজ্যের বিশেষ সচিব জিতিন যাদবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁদের প্রশাসনিক ও পরিকাঠামো সংক্রান্ত নানা সমস্যার কথা তুলে ধরেন। সচিব মহোদয় ধৈর্য সহকারে তাঁদের বক্তব্য শোনেন এবং সমস্যাগুলি দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দেন।

এই আয়োজনের মাধ্যমে উত্তরবঙ্গের তরুণ বিজ্ঞানীদের মেধা ও গবেষণাকে নতুন দিশা দেওয়া সম্ভব হবে বলে আশাবাদী আয়োজকরা।

সাত মাস পর বিহার থেকে উদ্ধার সালকিয়ার দশম শ্রেণির ছাত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন

হাওড়া: সারা দেশজুড়ে কিশোরী মেয়েদের মানবপাচারের ভয়াবহ বাস্তব চিত্র ফের সামনে এল হাওড়ার সালকিয়ায়। জনপ্রিয় ওয়েব সিরিজ 'আবার প্রলয়'-এ যে কাহিনি দর্শকদের শিউরে উঠতে বাধ্য করেছিল, বাস্তব জীবনেও যেন তারই প্রতিফলন ঘটল। প্রেম ও বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে বাড়ি থেকে বের করে এনে এক দশম শ্রেণির ছাত্রীকে প্রায় সাত মাস ধরে বন্দি করে রাখার অভিযোগ উঠেছে। দীর্ঘ তদন্ত ও একাধিক ব্যর্থ অভিযানের পর অবশেষে ওই ছাত্রীকে উদ্ধার করে পরিবারের হাতে তুলে দেয় মালিপাঁচঘড়া থানার পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনাটির সূত্রপাত ২০২৫ সালের এপ্রিল মাসে। সালকিয়ার ওই স্কুলছাত্রী প্রতিদিনের মতো স্কুলে যাওয়ার নাম করে বাড়ি থেকে বের হয়। স্কুলের সামনে থেকেই ইনস্টাগ্রামে পরিচিত যুবক অবিনাশ সিং ওরফে অবিনাশ মাহাতো তাকে ট্যাক্সিতে করে কলকাতা স্টেশনে নিয়ে যায়। সেখান থেকে দুর্গাপুর হয়ে বিহারের মুজাফফরপুরে যুবকের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে মেয়েটিকে আটকে রাখা হয়।

অভিযোগ, সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে বন্ধুত্ব গড়ে তুলে ধীরে ধীরে প্রেমের সম্পর্ক তৈরি করে অভিযুক্ত যুবক। নিজেকে 'সিং' পদবিধারী হিসেবে পরিচয় দিয়ে সামাজিক অবস্থান আড়াল করে বিশ্বাস অর্জন করে সে। পুলিশ জানিয়েছে, বাস্তবে মাহাতো সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ায় সে ইচ্ছাকৃতভাবে পদবি পরিবর্তন করে ভুয়ো পরিচয় ব্যবহার করত। শুধু অভিযুক্ত যুবক নয়, তার পরিবারের সদস্যরাও এই মানবপাচার চক্রে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিল বলে অভিযোগ উঠেছে।

ওই স্কুলছাত্রী নিখোঁজ হওয়ার পর পরিবার মালিপাঁচঘড়া থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করে। এরপর থেকেই তদন্তে নামে পুলিশ। মোবাইল লোকেশন ও প্রযুক্তির সাহায্যে একাধিকবার বিহার ও দিল্লিতে অভিযান চালানো হলেও প্রথম দিকে পুলিশের হাতে সাফল্য আসেনি। পুলিশের দাবি, ভিনরাজ্যের কিছু থানার কাছ থেকে প্রাথমিক সহযোগিতা মিললেও পূর্ণ সমন্বয়ের অভাবে তদন্ত দীর্ঘায়িত হয়।

এই সময়ে স্কুলছাত্রীকে প্রথমে দুর্গাপুর, পরে মুজাফফরপুরে রাখা হয়। পরে তাকে দিল্লির একটি পতিতাপল্লীতে বিক্রি করার চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ। বন্দিদশায় মেয়েটির ওপর চলে নির্মম অত্যাচার—ঘরের মধ্যে তালাবন্দি করে রাখা, হাত বেঁধে রাখা, মারধর এবং দীর্ঘ সময় না খাইয়ে রাখা। টানা নির্যাতনের ফলে সে শারীরিকভাবে চরম দুর্বল হয়ে পড়ে।

এক পর্যায়ে সুযোগ বুঝে হাতের বাঁধন খুলে পাশ দিয়ে যাওয়া এক মহিলার মোবাইল ফোন নিয়ে কোনওরকমে পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে সক্ষম হয় মেয়েটি। সেই সূত্র ধরেই তদন্তে নতুন গতি আসে। অবশেষে গতকাল মুজাফফরপুর থেকে তাকে উদ্ধার করে মালিপাঁচঘড়া থানার পুলিশ।

মেয়েটিকে ফিরে পেয়ে পরিবার আবেগতাড়িত। মেয়েটির বক্তব্য, ভবিষ্যতে সে আর কখনও এমন ভুল করবে না এবং অন্যদেরও সচেতন করবে। তবে উদ্ধার হওয়ার পরেও পরিবার আতঙ্কে রয়েছে। অভিযোগ, অভিযুক্ত অবিনাশ সিং এখনও মেয়েটির বন্ধুদের হোয়াটসঅ্যাপে হুমকি পাঠাচ্ছে। মেয়েটির বাবাকে খুন করা, এমনকি মেয়েটি ও তার বোনদের তুলে নিয়ে যাওয়ার হুমকিও দেওয়া হয়েছে বলে পরিবারের দাবি। এই ঘটনায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অপহরণ ও মানবপাচারের ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি নেওয়ার প্রস্তুতি চলছে। গোটা ঘটনায় এখনও আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে পরিবার। এই ঘটনা ফের একবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল—সোশ্যাল মিডিয়ায় তৈরি হওয়া সম্পর্ক কতটা বিপজ্জনক হতে পারে এবং মানবপাচার রুখতে রাজ্য ও ভিনরাজ্যের মধ্যে প্রশাসনিক সমন্বয় কতটা জরুরি।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কর্তৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত।
● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96